ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 May, 2020 ■ আগরতলা, ২৯ মে ২০২০ ইং ■ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশ থেকে বৃহস্পতিবার রাজ্যে ফিরে আসেন ১০৬ জন নাগরিক। আখাউড়া আইসিপিতে তোলা নিজস্ব ছবি।

লকডাউনে বাংলাদেশে আটকে থাকা ১০৬ জন ফিরলেন রাজ্যে

অসমে গেলেন ৬১ ও মণিপুরে ১৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। করোনা-র প্রকোপে বাংলাদেশে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকরা আজ বৃহস্পতিবার স্বদেশে ফিরেছেন। এদিন ত্রিপুরায় ১০৬ জন, অসমে ৬১ জন এবং মণিপুরের ১৭ জন বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। তাঁরা আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট এবং অসমের করিমগঞ্জ জেলায় সুতারকান্দি ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন দিয়ে দেশে প্রবেশ করছেন। ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস আজ আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) পরিদর্শন করেছেন। ত্রিপুরার নাগরিকরা ফেরার আগেই তিনি আগরতলা আইসিপি ঘুরে দেখে আগতদের একান্তবাস নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। আগরতলা আইসিপি-তে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকও গিয়েছিলেন। তাঁর সাথেও রিভা গাঙ্গুলি দাসের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে।

ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনারের কথায়, বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরত সকলের থার্মাল স্ক্রিনিং করার পর নমুনা সংগ্রহ করে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হবে। কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ আসলেও ৭ দিন তাঁরা সেখানেই থাকবেন, জানিয়েছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। আজ বাংলাদেশ থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিনটি স্থলবন্দর দিয়ে দুই শতাধিক ভারতীয় দেশে ফিরেছেন বলে জানিয়েছেন রিভা গাঙ্গুলি দাস।

করোনা-র প্রকোপ বাংলাদেশেও দেখা দিয়েছে। ফলে প্রচুর ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে আটকে পড়েছিলেন। ভারতের বিদেশ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাঁদের ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করেছে। ত্রিপুরায় ১২৯ জন বাংলাদেশ থেকে ফিরবেন বলে সূচি স্থির হয়েছে। তবে সকলে আজকেই ফিরতে পারেননি। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরার নাগরিক রাজ্যে ফিরেছেন।

আজ সকালে ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন রিভা গাঙ্গুলি দাস আগরতলা আইসিপি পরিদর্শন করেছেন। বাংলাদেশ থেকে আগতদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন তিনি। আগরতলা ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির ম্যানেজার দেবাশিস নন্দি তাঁকে সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি বিএসএফ আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথেও আলাদা করে কথা বলেছেন।

ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস বলেন, করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে বাংলাদেশে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকরা দেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে-মোতাবেক তাদের ফেরত পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাঁর কথায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয় এবং মণিপুরের নাগরিকরা আজ বাংলাদেশ থেকে ফিরছেন। তাঁরা আগরতলা আইসিপি, অসমের করিমগঞ্জের সুতারকান্দি এলসিএস এবং মেঘালয়ের ডাউকি এলসিএস দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবেন। তিনি জানান, আজ প্রায় ২৩০ জন ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। তাই আগরতলা আইসিপি-তে সমস্ত ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে লাই ডিটেকশন ডিভিশন খোলা হচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। অপরাধীদের সনাক্তকরণে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে লাই ডিটেকশন ডিভিশন খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সম্পতি রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন।

তিনি জানান, অপরাধজনিত ঘটনার তদন্তের স্বার্থে এই লাই ডিটেকশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে অপরাধীরা ইচ্ছাক'তভাবে মিথ্যা বললে তা ধরা পড়বে। এই বিভাগটি ত্রিপুরা স্টেট ফরেনসিক ল্যাবরেটরীর অধীনে পরিচালিত হবে। এই বিভাগে কাজ করার জন্য একজন সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার টি পি এস সি'র মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। মন্ত্রিসভা এই নিয়োগের জন্যও অনুমোদন দিয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী জানান, সম্পতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিজিপিকে স্মারকলিপি ১০৩২৩ এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের ওপর থেকে এফ আই আর . প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবিতে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর কার্যালয়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর উদ্দেশ্যে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে বৃহস্পতিবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬৫ দিন পর আজ যাত্রী নিয়ে বিমান নামবে আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। করোনা-র প্রদুর্ভাব এবং তার মোকাবিলায় লকডাউনের দীর্ঘ ৬৫ দিন পর আগামীকাল ত্রিপুরার মাটিতে যাত্রী নিয়ে অবতরণ করবে বিমান। ইন্ডিগোর বিমান আগামীকাল ১০টা ১৫ মিনিটে আগরতলায় মহারাজ বীরবিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। ওই বিমান কলকাতা থেকে যাত্রী নিয়ে আসবে। পুনরায় আগরতলা থেকে যাত্রী নিয়ে উড়ে যাবে। বিমান সংস্থা সূত্রের খবর, প্রতিদিন ইন্ডিগোর একটি বিমান কলকাতা-আগরতলা রুটে যাতায়াত করবে।

গত ২৫ মে থেকে দেশে বিমানে যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়েছে। কিন্তু, আগরতলায় কোনও বিমান আসতে পারেনি। কারণ, ঘূর্ণিঝড় আমফান-এর তাণ্ডবে কলকাতা বিমানবন্দর উড়ানের ওঠা-নামার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে, আগরতলা রুটে বিমানে যাত্রী পরিষেবা বন্ধ ছিল।

গতকাল এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার এশিয়া আগামী ৩১ মে পর্যন্ত কলকাতা-আগরতলা রুটে বিমান পরিষেবা স্থগিত রেখেছে বলে ঘোষণা করেছে। ইন্ডিগো আজকের বিমান বাতিল করেছিল। কিন্তু আগামীকাল কলকাতা থেকে যাত্রী নিয়ে আগরতলায় বিমান আসবে। সবকিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত ট্রেনের নীচে পড়ে যুবকের মৃত্যু রানীরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। লকডাউনেও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা থেমে নেই। আজ বৃহস্পতিবার রেলে কাটা পড়ে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রানিরবাজার থানা এলাকার বেলমুড়া অঞ্চলে ঘটনটি ঘটেছে। করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে স্বাভাবিক রেল পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু বিশেষ ট্রেন চলাচল করছে। এরই মধ্যে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন ত্রিপুরাবাসী।

এদিন নিতু সরবের রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বেলমুড়া এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাক্তার বদলির প্রতিবাদে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ মে।। ডাক্তার বদলির প্রতিবাদে হাসপাতালে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুইবছর যাবৎ কর্মরত অবস্থায় ছিলেন ডাক্তার শুভ্রনীল ভট্টাচার্য্য। তাঁকে বীরচন্দ্র মনু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বদলি করে বড়পাথরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে। এইকথা শুনতে পেয়ে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ডাক্তারের বদলি স্থগিত করার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্র ফেরত আরও দুজনের দেহে করোনার সন্ধান

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হল ২৪,১২৬ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। মহরাষ্ট্র থেকে রাজ্যে ফেরত আসা দুই জনের দেহে করোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় জানিয়েছেন এদিন ১০৫০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। দুইজনই মহারাষ্ট্র থেকে রাজ্যে ফিরেছেন। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ট্যুইটে আরও জানিয়েছেন, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪৪ এবং সক্রিয় রয়েছে ৭৪। অন্যদিকে সুস্থ হেয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ১৬৭ জন এবং বহিঃরাজ্যে আছেন তিনজন।

রাজ্যে বর্তমানে চিকিৎসাধীন সক্রিয় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী রয়েছেন ৭২ জন। এদের মধ্যে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৭১ জন এবং জিবিতে ১ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে ৩৪৩ জন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে ৯৮৭১ জন রয়েছেন।

আজ পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫৪৯৭ জনের। মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৪১২৬ জনের। এদের মধ্যে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ২৪২ জনের। এই পজিটিভদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ১৬৭ জন। আজ পর্যন্ত রাজ্যের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৬৯ শতাংশ। প্রতি ১০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির কব্জায় থাকা বেলবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিতে স্বদলীয়দের মধ্যে অনাস্থা, হল ভোটাভুটিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। বামুটিয়া ব্লকের বেলবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিতে অচলাবস্থা দেখা দিল। সেই সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতাও। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শীলা দাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন ভাইস চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ভৌমিক। এই অনাস্থাকে কেন্দ্র করে এদিন পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে হয় রুদ্ধদ্বার ভোট। তাতে মোট ১২জন সদস্য অংশ নেয়। সূত্রের দাবি, ভাইস চেয়ারপার্সনের পক্ষে গিয়েছে ৯টি ভোট। অন্য তিনটি ভোট পড়েছে চেয়ারপার্সনের পক্ষে। যদি আধিককারীক স্তরে বা সরকারীভাবে এখনও ফলাফল জানানো হয়েনি।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে বিভিন্ন গ্রামের জনগণের মধ্যে সরকারী প্রকল্পে ছাগল বন্টন করা হয়। এই ছাগল বন্টন নিয়ে অনিয়ম হয়েছে। শাসক দলের কব্জায় থাকা এই পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধকে কেন্দ্র করে এদিন এই অনাস্থা ও ভোট হল। সুবিধাভোগী বাছাই নিয়ে এই সমস্যার সূত্রপাত। তবে বৃহস্পতিবার অনাস্থা নিয়ে ভোটাভুটিকে ঘিরে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করে বেলবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশাল সংখ্যায় পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছিল।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৃদ্ধা মায়ের দুর্দশা, প্রতিবেশীরা দ্বারস্থ হলেন পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৮ মে।। দুই ছেলে, পুত্রবধূ ও নাতনিদের মারে আহত ৮০ বছরের বৃদ্ধা মা। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় থানায় মামলা। ঘটনা বুধবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীনকড়ুইমুড়ায়।

দুই ছেলেই সরকারি চাকরি করেন। বাড়িতে বড় বড় প্রাসাদসম অট্টালিকা। বিল্ডিং ঘরের এত সুন্দর রুমে জায়গা হয় না বৃদ্ধা মার। সরকারি চাকরিজীবী দুই ছেলে হুমায়ুন মিয়া ও সোলেমান মিয়া। বাড়ি বিশালগড় থানাধীন কড়ুইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন মাদ্রাসা পাড়ায়। বড় ছেলে হুমায়ন পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত। ছোট ছেলে সোলেমান সরকারী মাদ্রাসা শিক্ষক। তাদের বাবা রোশন মুল্লা এলাকায় সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। অনেক কষ্ট করে ছেলেদের পড়াশোনা শিখিয়েছেন। হয়তো ভেবেছিলেন ছেলেরা বড় হয়ে শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকরি করে মা-বাবাদের সুখে রাখবেন।

নিজেদের ভবিষ্যতের সুখের কথা ভেবে ছেলেদের শিক্ষিত করতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। দীর্ঘদিন আগেই রোশন মোল্লা প্রয়াত হয়েছেন। বেঁচে রয়েছেন উনার স্ত্রী জবেদা খাতুন। বর্তমানে জবেদা খাতুন এর থাকার ঠিকানা হলো ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরে। ছোট ছেলের উঠানেই একটি ছোট্ট ঘরে এই বয়সেও নিজেই নিজের কাজ করে চলতে হচ্ছে। ছেলেদের বিল্ডিং ঘরে মায়ের প্রবেশ নিষেধ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে চাওয়া যাবে না ভাড়া, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.)।। পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে চাওয়া যাবে না ট্রেন এবং বাসের ভাড়া। বৃহস্পতিবার তা স্পষ্ট জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবার এবং পানীয় জল সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে সরবরাহ করতে হবে। পাশাপাশি ট্রেনের টিকিটের ভাড়াও রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।ট্রেন ছাড়ার সময়সূচী আগে থেকে শ্রমিকদের জানাতে হবে।পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্ভোগ নিয়ে কেন্দ্র এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারকে ৫ জুনের মধ্যে জবাব দিতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছেন, ট্রেন যে রাজ্য থেকে ছাড়বে সেই রাজ্যের দায়িত্বে থাকবে পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবার এবং পানীয় জল সরবরাহ করার। ট্রেনের মধ্যে খাবার সরবরাহ করার দায়িত্ব রেলের বাসে যে সব পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরছেন তাদের জন্য খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণের করে রেজিস্ট্রেশনের কাজ রাজ্য সরকারকে করতে হবে। এই সকল শ্রমিকরা বাসে না ট্রেনে বাড়ি ফিরবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত রাজ্যকে নিতে হবে।দ্রুততার সাথেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজ্যকে। পায়ে হেঁটে যে সকল শ্রমিক বাড়ি ফিরছেন তাদেরকে অবিলম্বে আশ্রয়স্থলে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তাদের জন্য খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

রেলের উদ্দেশ্যে আদালতের নির্দেশ রাজ্য সরকারগুলি যখনই ট্রেনের দাবি করবে তৎক্ষণাৎ সেই দাবি পূরণ করতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য দেশের শীর্ষ আদালত যে চিন্তিত তা স্পষ্ট করে দিয়ে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ মে।। বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের দক্ষিণ রাধানগরের পালপাড়াতে পরিত্যাক্ত জমিতে সদ্যজাত শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ প্রথমে মৃতদেহটি দেখতে পায়। তারপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদিকে, এই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে থানায় তলব করা হয়েছে। জেরা করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির পরিবারের এক সদস্য এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। তবে, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

একটি অসমর্থিত সূত্রে জানা গিয়েছে স্বামী পরিত্যাক্তা এক মহিলার গর্ভের সন্তান হতে পারে ওই সদ্যোজাত কন্যাটি। মহিলা নির্মাণ শ্রমিকহিসেবে কাজ করেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২২৫ ▫ ২৯ মে ২০২০ ইং ▫ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ঝড়ে লন্ডভন্ড, বিপন্ন কৃষক

একের পর এক বিপর্য্যয় ক্ষুদ্র প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরাও প্রায় দিশাহারা অবস্থা। করোনা প্রকোপে ত্রিপুরায় দিশাহারা অবস্থার মাঝেই প্রকৃতির তান্ডব। বুধবার সকালে ভারী বর্ষণে রাজ্যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়াছে পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং সিপাহীজলা জেলায় সবচাইতে বেশী ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। এদিন ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতে সারা রাজ্যে ৩৫টি গ্রাম প্রভাবিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ২০৩টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বহু বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়াছে। রাজ্যে দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের রিপোর্টে জানা গিয়াছে পশ্চিম জেলায় সদর মহকুমায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। গাছ ভাঙ্গিয়া পড়া, বিদ্যুতের লন্ডভন্ড অবস্থা ঘটিয়াছে। এই ব্যাপক ক্ষতি নিরূপনের কাজ চলিতেছে। করোনা আক্রমণে এমননিতেই রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুর্বিসহ অবস্থা নামিয়া আসিয়াছে তাহা রাজ্যের কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের কোমড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্রবল বর্ষণ ও ঝড়ের দাপটে রাজ্যের সবজি চাষের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। যেখানে কৃষকদের কোমড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

ত্রিপুরায় প্রায় নব্বুই শতাংশ মানুষই কৃষিজীবি। রাজ্যে লকডাউনের কারণে কৃষিজীবিরা পথে বসিয়াছেন। পরিবহণ বন্ধ থাকা, লকডাউন চালু থাকা ইত্যাদি কারণেে কৃষকদের উৎপাদিত ফসল মাঠেই মরিয়াছে। বিপুল সংখ্যক কৃষি পণ্য এইভাবেই মাঠেই পঁচিয়া মনে। আর বিপুল হারে সবজির বাজারজাত করার কারণে কৃষকরা দাম পান নাই। বিভিন্ন জাতের সব্জি বিক্রি হইয়াছে একেবারে জলের দামে। কৃষকদের কপাল পুড়িয়াছে রাজ্যে। লকডাউনের কল্যাণে কৃষকদের যখন বিড়ম্বনার শেষ নাই তখন এই ঝড় বৃষ্টির আক্রমণে পরিস্থিতি ভয়ানক বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এইভাবেই রাজ্যের কৃষকরা যখন জীবন মরণ সমস্যায় তখন সরকারী উদ্যোগে তেমন কোনও কার্যকরী ভূমিকা নাই। ফলে এরাজ্যে কৃষকরা আরও সর্বস্বান্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ত্রিপুরায় প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবি। অথচ এই কৃষিজীবিদের জন্য রাজ্য সরকারের তেমন কোনও কার্য্যকরী উদ্যোগ নাই। শুধু ত্রিপুরা নয় সারা দেশেই কৃষকদের বিড়ম্বনা বাড়িয়া চলিয়াছে। কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাও বাড়িয়াছে।

কর্পোরেটদের ঋণ মুকুব হইয়া যায়। সম্প্রতি এক পুঁজিপতিকে ছয় হাজার কোটি টাকার ঋণ মুকুব করা হইয়াছে। অথচ কৃষক কল্যাণে সরকার দরাজ হইতে পারে না। দরাজ হইতে পারে না পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। এইভাবে বিভিন্ন দূর্যোগে অসহায় ভাবে ছটফট করে। মৃত্যু ছাড়া অন্যপথ খোলা থাকে না। ত্রিপুরায় লকডউনের কল্যাণে কৃষকরাই মারাত্মক পরিস্থিতির মুখে আছে। অনেক কৃষকের ঘরেই উনুন জ্বলে না। আজ মরার উপর খাড়ার ঘার উপর ঝড় বৃষ্টির দাপট বাঁচিবার শেষ আশাকে যেন ছিনাইয়া নিল। ত্রিপুরা ছোট রাজ্য, এখানে কৃষিই শেষ কথা বলে। শিল্প কলকারাখানা আছে নামেমাত্র। অথচ কৃষক কল্যাণে তেমন উদ্যোগ নাই। ইহা চরম বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। চিন ভারত যুদ্ধের আশংকা প্রবল ইত্যাদি। চিন আক্রমণই ভারতকে স্বাবলম্বনের পথ দেখায়। ১৯৬২ সালে চিনের আক্রমণের পরই ভারত ঘুরিয়া দাঁড়ায়। ১৯৬৫ সালেই ভারত পকিস্তান যোগ্য জবাব দেয়। তখনই প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শ্লোগান তুলেন জয় কিষাণ জয় জওয়ান। খাদ্যে পিছাইয়া পড়া ভারত যেন রাতারাতি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। যে দারিদ্র, যে অভাবের মুখে দাঁড়াইয়া ভারত সংগ্রাম করিয়াছে সেই ভারত ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে কৃষকদের কল্যাণেই। আজ স্বাধীনতার এত বছর পরও প্রকৃতপক্ষে দেশের ভাগ্য ফিরিলেও কৃষকদের ভাগ্য সেই নির্মম পরিস্থিতিতে ছটফট করিতেছে। আজ ত্রিপুরার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ভাগ্য ফিরাইতে তেমন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। গ্রাম না বাঁচিলে যেমন ভারত বাঁচিবে না তেমনি কৃষক না বাঁচিলে দেশ বাঁচিবে না। আজ সময় আসিয়াছে, ত্রিপুরার কৃষকদের মধ্য হইতে ক্ষতিগ্রস্তদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া সুষ্ঠ ত্রাণ পৌঁছানোর মধ্যেই মহত্বের খোঁজ মিলিবে।

লাউদোহায় বিজেপিকর্মীদের মারধর, আহত ৪

দুর্গাপুর, ২৮ মে (হি. স.) : লকডাউনে আক্রান্তকর্মীর বাড়ীতে জেলা নেতৃত্ব যাওয়ায় বিজেপিকর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ। ভঙচুর, লুটপাট পরিবারের লোকজনদের মারধর। হামলার হাত থেকে রেয়াত পেল না শিশু ও মহিলারা। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের লাউদোহার লস্করবাঁধ কোলিয়ারী ও চন্দ্রডাঙা এলাকা। অভিযোগের আঙ্গুল তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

ঘটনায় জানা গেছে, দুদিন আগে লাউদোহার পানশিউলি গ্রামের বিজেপি কর্মী সরোজ বাউরীকে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে। তাকে নির্মমভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বৃহঃস্পতিবার আতঙ্কিত ওই কর্মীর বাড়ীতে যাওয়ার পথে বিজেপির জেলা প্রতিনিধি পুলিশ আটকে দেয়। তার প্রতিবাদে গ্রামে ঢোকার মুখে বসে পড়ে বিজেপিকর্মীরা। পরে থানা যায় অভিযোগ জানানোর জন্য। থানায় অভিযোগ জানিয়ে ফেরার পথে বিজেপির ওই প্রতিনিধি দলের ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির আসানসোল জেলা সভাপতি লক্ষন ঘোড়ুই জানান,' থানার বাইরে বেরিয়ে আসার পরই তৃণমূলের লোকজন লাঠি, রড দিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। গাড়ীতে ভাঙচুর ও কর্মীদের মারধর করে।' অন্যদিকে ওই ঘটনার ঘন্টাখানেক মধ্যে লাউদোহার লস্করবাঁধ কোলিয়ারী ও চন্দ্রডাঙা এলাকায় ৩ বিজেপি কর্মীর বাড়ীতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে।আক্রান্ত বিজেপিকর্মী অর্নব মুখোপাধ্যায় জানান,' বহিরাগত শ''খানেক তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী বাড়ীতে তান্ডব চালায়। ভাঙচুর করে বাড়ির জিনিসপত্র। সব লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। বেপরওয়া লুটপাট করেছে বাড়িতে। টাকা, গহনা, জিনিসপত্র লুট করে। বাবা, মা, দাদা আটকাতে গেলে তাদের বেধড়ক মারধর করে। দাদার মাথা ফেটেছে। মারধরের হাত থেকে রেয়াত পায়নি বাড়ীর মহিলা থেকে শিশুরা। পুলিশকে জানিয়েছে।' একইরকমভাবে চন্দ্রডাঙা গ্রামের নিলকান্ত ঘোষ ও প্রদীপ ঘোষ নামে দুজনের বাড়ীতে ভাঙচুর, লুটপাট চলেছে বলে অভিযোগ। বিজেপির আসানসোল জেলা সভাপতি লক্ষন ঘোড়ুই জানান,' পুলিশ তৃণমূলের দলদাস। পুলিশের সামনে হামলা হয়েছে। আতঙ্কে কয়েকজন কর্মী ঘরছাড়া। প্রতিনিয়ত তাদের বাড়ীতে প্রনাশের হুমকি যাচ্ছে। পুলিশ কোন পদক্ষেপ নেয়নি।ঘটনার প্রতিবাদে দুর্গাপুর জুড়ে আন্দোলন হবে।' যদিও তৃণমূলের লাউদোহা ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' লকডাউনে বিজেপি নেতাদের দেখা যায়নি। এখন এলাকায় অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। গ্রামবাসীরা তার প্রতিরোধ করেছে।' পুলিশ জানিয়েছে,' পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এখনও কোন লিখিত অভিযোগ আসেনি।

আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনার সাহায্য চাইল পুরসভা

কলকাতা, ২৮মে (হি. স.): প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে আমফান। যার দরুন আগাম সতর্কতা থাকলেও যথাযথ প্রস্তুত থাকতে পারেনি পুরসভা। সেই কথা একপ্রকার মেনে নিয়েই কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি সামলাতে সেনার সাহায্য চাওয়া হল। বৃহস্পতিবার সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের মেজর জেনারেল সত্বীর সিং এর কাছে এই প্রসঙ্গে সাহায্যের আর্জি জানান কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

এদিন চিঠিতে ফিরহাদ লেখেন, 'আমফান কলকাতার জন্য এতটাই ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে তা বুঝতে পারেনি। তাই কলকাতার এই দূরাবস্থার সময় আমরা আশা করব সাধারণ মানুষের স্বার্থে আপনারা কলকাতা পুরসভাকে যথাযথ ভাবে সাহায্য করবেন। কলকাতাকে পুনরুদ্ধার করতে আপনাদের সাহায্য একান্ত কাম্য।'

পশ্চিমবঙ্গে আম্ফান, ত্রাণ আর প্রাণ

নরেন্দ্রনাথ কুলে

আম্ফান ঝড়ে কলকাতা শহর থেকে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চল বিপর্যস্ত। জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হতে এখনও সময় লাগবে। প্রশাসন সেই বার্তাই দিয়েছে। লক্ষ মানুষ গৃহহারা। গৃহহারাদের পাশে থাকার জন্য প্রশাসনের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। বিপর্যস্ত এলাকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথ পরিদর্শন একটি ইতিবাচক দিক। আম্ফান বিপর্যয়ে এই ইতিবাচকদিক রাজনৈতিক সুস্থতার পরিচয়। যে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ বাঁচার আশা অন্তত খুঁজে পাবে। আমাদের কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠ পেরিয়েছি কেন্দ্র রাজ্যের তিক্ত সম্পর্কের আবহাওয়ায়। তা কতটা রাজনৈতিক আর কতটা কূটনৈতিক তা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলবেন। কিন্তু আমরা সেই সম্পর্কের মধ্যে চাপানউতোরে অভ্যস্ত হয়েছি। কারণ এটাই একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেনদত্মর রাজ্যের চাপানউতোরে মানুষের দুঃখ সবসময়ই চাপা পড়ে যাবে। তবে আজকের তাঁদের যৌথ পরিদর্শন ফেডারেল পরিকাঠামোর এক সুস্থ ভাবনার পরিচয় দেয়। সেই পরিচয়ে আজকের এই বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে কেন্দ্র-রাজ্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে মানুষ খুঁজে পাবে বাঁচার আশা।

ক্ষতিক্ষতরি পরিমাণ বিশদে এখনও করা যায়নি। তবে অনুমান লক্ষ কোটি। হাজার কোটি টাকা দিতে অলরেডি প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা । রাজ্যের এ পর্যন্ত ছ'শ কোটি খরচ হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় খরচ হবে এটাই স্বাভঅবিক, কিন্তু সেই খরচে বিধ্বস্ত মানুষকে কতটা স্বস্তি দিচ্ছে তারও নজরদারি দরকার। কারণ বিগত আয়লা থেকে বুলবুলে বিধ্বস্ত মানুষ তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরতে পারেনি। তার ওপর এই আম্ফান। তবে এই বিপর্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী যৌথ পরিদর্শনে বিধ্বস্ত মানুষ মনে করে সারা দেশ তাঁদের পাশে আছে। সেই আশার পূর্বাভাস ত্রাণ শিবির থেকেই মানুষ বুঝতে পারে। তাঁদের জন্য প্রাশাসনের তৎপরতা ও ব্যবস্তা সব বুঝিয়ে দেয়। তবে একটা কথা এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গৃহহারা মানুষেরা বারোবারেই গৃহহারা হন। তাঁরা যে কতটা নিঃস্ব তাঁদের ঘরবাড়ি দেখলেই বোঝা যায়, যা এই ঝড় কেন যেকোন দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যায়। অথচ বারেবারে এত ত্রাণ, দান, অনুদান দিয়ে মানুষগুলোকে গৃহহারা থেকে বাঁচাতে পারা যায় না। বিপর্যয়ে মানুষগুলো সাময়িক ত্রাণ শিবিরে থাকার পর তাঁদরে গৃহ ফিরে পাক সেই গৃহ কেন আমরা কেন করে দিতে পারি না। অথচ গৃহ যোজনারমতো সরকারের প্রকল্প আছে। তবুও এই সমস্ত মানুষদের কাছে পৌঁছতে পারে না কেন? তাই ত্রাণ, দান ও অনুদানের সঙ্গে এই প্রশ্ন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে থাকে? ত্রাণ, দান ও অনুদানেও মানুষ মানুষের মতো দাঁড়াতে পারে না। তার ওফর গোদের ওপর বিষফোঁড়া। কথাটা এই সময়ে তার অর্ত নিয়ে ঘুরছে মুখে মুখে। করোনা গোদের ভুগছে মানুষ, তার ওপর আম্ফান এই বিষফোঁড়া। একদিকে করোনা, আর একদিকে আম্ফান, যারই হোক আনাগোনা, তাদের হানায় গরিবের ভাঙে ডানা। করোনায় শ্রমিকের পেটে পড়েছে টান। তবুও তাঁরা ঘরের পানে ছুটে চলেছে। ছুটতে ছুটতে অনেকেই হারিয়েছে প্রাণ। তাদের জন্য কত সমব্যথী, কত প্রতিবাদী গান। তবু তাঁদের মৃত্যু ঠেকানো যায়নি আজও। আবার এই আম্ফান। প্রশাসনের সতর্ক বাণী ছিল, শক্ত বাড়ি হলে ঘরে থেকে যান। অপোক্ত বাড়ি হলেঘর থেকে পেরিয়ে ত্রাণ শিবির যান। ত্রাণ শিবিরের পর ঘর বাঁধতে অর্থ পান। সেই ঘর আবার ভাঙে, যখন ঝড়-বৃষ্টি-বান। জীবন তারা এভাবেই দিনের পর দিন কাটিয়ে যান।

কত যোজনা কত ঘোষণা। যখনই আম্ফান বা করোনা। সখত ঘরবাড়ি তবু হাতেগোণা। দেশজুড়ে মানবিকতার জাল বোনা। মরছে তুব এমনতার কত চারাপোনা। থাকে ত্রাণ, তবু এদের নেই যে পরিত্রাণ। দানে অনুদানে কথার পিঠে কথার শুধু বাণ। রঙে হঙে দলে দলে কত দান কত অনুদান। চাপা কণ্ঠে বাজে কিন্তু ভোটের জয়গান। সেই গানে বাঁচে প্রাণ। জীবনে শুধু ভাঁটার টান তাঁদের। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে সেই ভাঁটারটান থেকে আমরা সত্যিই বাঁচাতে পারব। তাঁদের স্বাভাবিক জীবন কোনটা আমরা তার কতটুকু অনুভব করতে পারি। আম্ফানে বিধ্বস্ত কলকাতা স্বাভাবিক চেহারা এখনও ফিরে পায়নি। তিনদিন পর মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্কট থেকে জন্মেছে ক্ষোভ। জল, বিদ্যুতের দাবিতে মানুষের ক্ষোভ। এ ক্ষোভ রাজনীতির নয়। শহরের বুকে ঝড়বিধ্বস্ত জবন স্বাভাবিক আনতে যদি এক সপ্তাহ সময় লাগে তবে গ্রাম ও উপকূলবর্তী এলাকার কথায় কোনও প্রশ্ন থাকে না। তবে প্রশ্ন থাকে পরিকল্পানার উপর। সেই পরিকল্পনার ওপর কথা উঠলে যখন প্রশাসন অন্য কথা বলে, শহরের স্বাভাবিকতা ফিরতে সময় লাগবে। এ কথা বলতে গিয়ে পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সত্যি কথা বলেছেন যে তাঁরা ম্যাজিক জানেন না। যদিও কোনও প্রশাসকেরই ম্যাজিক জানানর কথাও নয় বা কাজ ও নয়। তবে ভোট পরিবেশে ম্যাজিক ফিগার যে কি তা কিন্তু তাঁদের অজানা নয়। শুধু তাঁদের নয়, ভোটের অঙ্ক নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করেন তাঁরা সবই জানেন। যাই হোক, একটা বিপর্যয় যখন পূর্বাভাস দিয়ে আসছে, তখন প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য কতটা প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তার জন্য যে অঙ্ক কষার দরকার তা নিশ্চয়ই ম্যাজিক করে হয় না। আম্ফান আসার পূর্বমুহূর্তে আমরা টিভির পর্দায় কলকাতার প্রশাসককে দেখেছি বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য পুরো প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করতে। কিন্তু সেই ঘোষণা অনুযায়ী বিপর্যয়ের পরবর্তী সময়ে কাজ কতটা হয়েছে বা হচ্ছে তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। আসলে বিপর্যয় মোকাবিলা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যে পরিকল্পনা নেওয়া উচিত তা আদতে হয়েছে কিনা কাজের নমুনায় তার পরিচয় মেলে। পুরসভা ও বিদ্যুৎ সংস্থার মধ্যে যে কোনও যৌথ পরিকল্পনা আগে তেএখ নেওয়া হয়নি সেটা বিদ্যুৎমন্ত্রীর কথা থেকে বোঝা যায়। কারণ তিনি গাছ কাটার দল আরও বাড়াতে বলেছেন। এর থেকে বোঝা যায় নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব যেমন রয়েছে, তেমন বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব রয়েছে। এই বিষয়গুলো থেকে একটিকথা পরিষ্কার যে খোদ কলকাতার বুকে বিপর্যয়ে প্রশাসনের কর্মদক্ষতার এই যখন নমুনা তখন উপকূলবর্তী মানুষদের দুর্দশা যে কতটা ভয়াবহ তা হয়ত কল্পনার অতীত।

সমস্ত কল্পনার অতীতকে দূরে ঠেলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যৌথ পরিদর্শনে উপকূলবর্তী বিধ্বস্ত মানুষ বেঁচে থাকার কল্পতরু খুঁজে পাবে কি? নাকি সব থাকবে, সব আসবে আর অদৃশ্য ছাঁকনি থেকে যেটুকু পড়ে থাকবে, তাতে শুধু প্রাণ ছাড়া কিছুই থাকবে না।

আয়ালা-ফণী ভাঙে ঘর, বুলবুলিতে ধান আতঙ্কের বুকে আবার পড়ল আম্ফান। বছর বছর উঠতে গিয়ে শুধুই পড়ে যান দান অনুদান আসে অনেক, আসে অনেক ত্রাণ। হাতের ফাঁকে গলতে গলতে শুধু ই বাঁচে প্রাণ। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মিত্রো, অর্ধাহারে থাকা ভারতের জন্য সতিই কি কিছু হয় ?

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

পরিযায়ীদের কোথাও স্থান নেই । না কর্মক্ষেত্রে, না ঘরে, না রেললাইনে, না সড়কে, না প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। সাধারণ মানুষ ও নিম্নমধ্যবিত্তের কোনও স্থান নেই। না খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচিতে, না ১০০ দিনের কাজে, না জনধন প্রকল্প ,না অর্থমন্ত্রীর নবভারত নির্মাণের সব কা সাথ সব কা বিকাশে। অদ্ভুত ব্যাপার এটাই যে বেকারের কোনও স্থান নেই আত্মনির্ভর ভারতের বিকাশের ব্লু প্রিন্টে । মুদ্রা লোন বাড়বে, কিন্তু কমানো হবে চাকরি সরকারি ক্ষেত্রে। কারণ কর্মসংস্থান সুযোগ গড়ে তোলা নিয়ে এই সরাকার নিজে কোনও উদ্যোগনিতে চায় না। এই সরকার তার বদলে চায় সকলেই স্টার্ট আপ শিল্পের মালিক হোক, সরকার এটাই চায়? তারপরেও আত্মনির্ভরশীল উন্নত ভারত গড়ে তোলার একটা রূপরেখাও দেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সেখানে কত প্রকল্পের নামে কত কোটি কোটি বরাদ্দ হবে দেশের মধ্যবিত্ত, দুর্বল, ক্ষুদ্র , বেকার কিংবা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য। কিন্তু সব হয় খাতায় কলমে আর ভাষণে।

মিত্রো, অর্ধাহারে থাকা ভারতের জন্য সত্যিই কি কিছু হয়?

বারবার সেই একই প্রশ্ন, লকডাউন চলাকালীন দেশের চারজনের মধ্যে একজনের চাকরি চলে গেছে। তা নিয়ে কী ভেবেছেন? হয়ত প্রধানমন্ত্রী ভেবেছেন এই বি,য় নিয়ে সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই। সরকারের কিছু করার নেই। কিন্তু ইউরোপে বেকার হয়ে যাওয়া নাগরিকের জন্য প্রতিটা রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে। তাদের হাতে মাসকাবারি একটা অর্থ তুলে দেওয়া হচ্ছে যাতে জীবনধারণ করতে অসুবিধে না হয়। আমাদের মতো শুধু চাল আর ডাল দিয়ে দাম মেটায় না। জীবনধারণ করতে অসুবিধে না হয়। আমাদের মতো শুধু চাল আর ডাল দিয়ে দায় মেটায় না। জীবনধারণের খরচ মানে তো শুধু চাল ডাল নয়। বেকার হওয়া জনগোষ্ঠীকে আবার কাজে ফেরাতে হবে। এখন সরকারের সামনে সবচেয়ে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। অর্থনেতিক পর্যবেক্ষক সিএমআইই তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে যে গত এক মাসে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। দেশে ৪০ কোটি মানুষ কাজ করেন তাদের মধ্যে যদি এতমানুষের চাকরি চলে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে দেশে প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষের চাকরি নেই।

আর বেকারত্ব বেড়েছে আগের থেকে প্রায়ই ২৭ শতাংশ। যা গত ৪৭ বছরের ইতিহাসে ভারতের এমনই একটি বৃহৎ রেকর্ড। এই দেশের ভড় বড় রাজ্যগুলিতে বেকারের সংখ্যা বেশি । অর্ধেক মানুষ বেকার। আবার হরিয়ানা, পাঞ্জাব, ছত্তিশগড়ে বেকারের সংখ্যা কম বলেই দেশের গড় বেকারত্ব আজ প্রায়ই ২৭ শতাংশতে দাঁড়িয়েছে। তবে যেখানে বেকারত্ব বেশি সেখানে সামাজিক নৈরাজ্য বাড়ছে।

করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ভারত কীভাবে এগোবে? কেমনভাবে চলবে? তার জন্য সরকার একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে চাইছে। এই ব্লু প্রিন্ট তৈরির সময় নিশ্চয়ই সেইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা থাকবে। তাদের কাজ থাকবে কিনা, তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছেন তার জন্য তাদের ভবিষ্যতে কাজ জুটবে কিনা? এইসব দিশা দেখাতে হবে সরকারকেই। তারই অপেক্ষার আজ সারা ভারতবাসী ব্লু প্রিন্ট হাজির হল ভাবতে না ভাবতেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ লক্ষ টাকা। টাকার প্যাকেজেরমূল ফোকাস তা হল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে চাঙা করা আর মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের জন্য ঋণদান ও মধ্যবিত্তকে অর্থ জোগান—এই তিনটি ক্ষেত্রে চাঙা করার ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এইসব জনমোহিনী ঘোষণার পিছনে কিন্তু আসল ব্লু প্রিন্ট অন্য। সহায়তা উন্নয়নের নামে সব ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে তুলনায় অনেক সবলতর অন্যশ্রেণিকে। প্রতিটি শ্রেণির মাপকাঠিতে এজন্য বদল আনা হচ্ছে। অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বলে ছিল যারা তাদের সেক্টর এবার ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তুলনায় মাঝারিদের যেমন অতি ক্ষুদ্র বলে স্বীকৃত ছিল তারা যাদের ব্যবসা ছিল এক কোটির মধ্যে। সংজ্ঞা ছিল ব্যবসা কতটা, তার ভিত্তিতে। সেখানে তুলনায় বড় লগ্নিকারীদের ডেকে আনার কথাই নয়। কিন্তু এখানে সেটাই হচ্চে। সেইসব অতি ক্ষুদ্র বাঁচাতে সরকার যে তহবিল গঠন করছে, তার সিংহভাগ নিয়ে যাবে এই ক্যাটাগরিতে এবার যারা আসবে সেইসব তুলনামূলক দশ গুণ বেশি বাজার ও লেনদেরে ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা। তারা (এতদিন যার াবছরে ১ কোটি টাকার কাজ করত) নিজের ক্যাটাগরিতেই কোণঠাসা হবে। ব্যাঙ্ক এবার থেকে তাদেরকেই ঋণ বেশি দেবে যারা ১০ কোটি টাকার কাজ করার ক্ষমতা ধরবে ও করবে, কারণ নতুন সংজ্ঞায় তারাও ক্ষুদ্র এইভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে। দেশের শিল্পমহল ক্ষুদ্র সংস্থার লেভেলেও শুরু হবে মাৎসান্যায়। ফলে ক্ষুদ্রের জন্য সরকার বরাদ্দ সুযোগসুবিধে কুক্ষিগত করবে মাঝারি শিল্পের নীচের তলার অংশ।

এইভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই সরকারি সুযোগযোবিধা কুক্ষিগত করে তোলা হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে যার কত পুঁজির ক্ষমতা বেশি তার পক্ষেই হাওয়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প চাঙা করার নামে কোনও বন্ধক ছাড়াই সরকারের গ্যারান্টিতে ঋণ পাওয়ার যে তিন লক্ষ কোটি তহবিলের ঘোষণা হয়েছে, আশাঙ্কা করা হচ্ছে তার সবটাই লুটেপুটে খাবে মাঝারি শিল্পপতিরা। ছোট ছোট ইউনিট তৈরি করে তাদের শিল্পের অনুসারী সংস্থা তৈরি করে নেবে। এবং বড় শিল্প ঘুরপথে পুঁজি নিযে চলে যাবে এভাবে। বড় শিল্পপতিরা সরকারের এই প্যাকেজের মূল ক্ষীর খাবে। নানা সুযোগসুবিধা ও লোন তারাই পাবে।

একইভাবে সরকার ঘোষিত ১ লক্ষ কোটি টাকার যে কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথা বলা হল, তার সুযোগ নেবে কর্পোরেট ফার্মিংয়ের জন্য এগিয়ে আসা বিভিন্ন এগ্রি সংস্থা। নয়া উদারনৈতিক কৃষি সংস্কার গত ২০-৩০ বছরে গজিয়ে ওঠা বৃহৎ চাষি শ্রেণি সদ্য প্রস্তাবিত সংস্কারের সুফল ঘরে তুলবে। যাদেরকে সামনে রেখে দেশে গ্রামীণ রাজনীতির সমীকরণ নতুন করে সাজানো হয়েছে, আগামী ভোটেরদিকে তাকিয়ে তাদের রসদ জোগাতে এই প্রস্তাবিত সংস্কার।

রাষ্ট্র চরিত্র বোঝা যায় অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণায়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কোন শ্রেণির প্রজাকে কোন দৃষ্টিতে দেখে সেটাও জানা যায় এভাবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তার প্যাকেজ ঘোষণার পঞ্চম দিনে জানান সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য তার কিছু ভাবনা আছে। এই বলে তিনি নির্দিষ্ট করে নিম্ন মধ্যবিত্ত বলতে বলেন, তাঁদের যাঁদের বছরে ৬-১২ লক্ষ টাকা আয়, অর্থাৎ ন্যূনতম ৫০ হাজারটাকা মাসে।

অর্থমন্ত্রীর ভাষায়, এই শ্রেণির মানুষ গরিবের থেকে একটু ভালো আছেন, তাই এই সুযোগ তাদের কথা ভেবেই দেওয়া হচ্ছে। কেউ প্রশ্ন তুললেন না সত্যিই কি দিচ্ছেন তিনিৎ কাদের তিনি দিতে চান? সত্যিই বিপন্ন মধ্যবিত্তের যে অংশ তাদের বাঁচার কিছু রাখলেন কি? এই বিপন্ন পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণির মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের কোনও ভাবনা নেই কেন? তারা বলছেন ১৫ ই মার্চ থেকে ৭২০০ নতুন স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা করা হয়েছে শহরতলির দরিদ্রদের মধ্য থেকে। কীভাবে হল? এই সময়টা তো তার পাঁচদিন পর থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে সারা দেশে। তাহলে ৭২০০ নতুন কর্মী গোষ্ঠী গড়ে উঠল কীভাবে? এ প্রশ্নের যথাযথ তথ্য দকার ছিল সেটা আমরা পাচ্ছি না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মুখ থেকে। এছাড়া ১২০০০ সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা তিন কোটি মাস্ক তৈরি করেছে এবং কোটি কুড়ি লক্ষ উৎপন্ন করেছে বলেতিনি জানিয়েছেন। এটা নাকি আলাদা করে একটি কর্মসংস্থান সুযোগ এনে দিয়েছে এই সমস্ত শহরতলির দারিদ্রদের জন্য। সরকার তো এরপর বলে দিয়েছে যে কোনও কেটি কাপড় নাকি দিয়ে বের হলেই হবে। মাস্ক না পেলেও। এবং মানুষ তাই করছেও লকডাউন ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। তাহলে এই সেলফ হেল্প গ্রুপ এর ১২০০০ সদস্যরা এরপর কী করবে? আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। সরকার কি তাদের কোনও কাজ দেবে? এব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নীরব।

তিনি যেভাবে সসস্ত ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন বলে দাবি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্ত ঘোষণার পর মনে হচ্ছে তারা যেন কোন ভারত সরকার সেবা আশ্রম বা কোনও বড় দাতব্য খৈরাতির মতো দন করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এর দায়িত্ব কিন্তু দা ঋনখৈরাতি নয়। মানুষকে সমস্যার মুক্তি দেওয়ার জন্য। স্থায়ী সমাধান, তার জন্য কী করছেন?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

বরাক উপত্যাকায় একদিনে ১৫ জন কোভিড-আক্রান্তের তথ্য, সংখ্যা বেড়ে ৯৪

শিলচর (অসম), ২৮ মে (হি.স.) : বরাক উপত্যকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। বুধবার একদিনে এই উপত্যকার তিন জেলায় একজনও কোভিড-১৯ আক্রান্ত ধরা পড়েননি। তবে বৃহস্পতিবার এক সঙ্গে ১৫ জন কোভিড-১৯ সংক্রমিত বলে ধরা পড়েছেন। এ নিয়ে বরাক উপত্যকার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪-এ। ফলে আতঙ্কগ্রস্ত উপত্যকার মানুষ।

আজ যাদের করোনা আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে তারা প্রত্যেকই সরকারি কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তাদের ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে। এরা বহিঃরাজ্য থেকে এসেছেন। এদিকে গতকাল বুধবার দুই করোনা রোগী শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ মুক্ত হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। তবে বাড়িতে তাঁরা আরও ১৪ দিন একান্তবাসে থাকবেন। আজকের ১৫ জনকে নিয়ে গোটা বরাক উপত্যকায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৪-এ। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে কাছাড় জেলার ১১ জন, ২ জন করিমগঞ্জ জেলার বাসিন্দা এবং ২ জন হাইলাকান্দির।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রিপোর্টে কাছাড় জেলার সাত আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁরা উজানগ্রামের ইকবাল বাহার বড়ভূইয়া (৩০), তিনি মহারাষ্ট্র ফেরত; আলমগির সুলতান (১৮), তিনি ভ্রমণ করেছেন আলিগড়; শিলচর শহরের জানিগঞ্জের ধীরাজ কুমার জৈন (৩৬), তিনি ভাগলপুর ও বিহার ভ্রমণ করে এসেছেন; বরযাত্রাপুরের মাহমুদুল হান্নান রাজ বড়ভুইয়াঁ (২২), তিনি ভ্রমণ করেছেন মহারাষ্ট্র; বাঁশখালের শাহিল আলম বড়ভুইয়াঁ (২০), তিনি গুজরাট ভ্রমণ করে ফিরেছেন; ফুলবাড়ির ফারুক আহমেদ লস্কর (২০), তিনি ভ্রমণ করেছেন মহারাষ্ট্র; গোঁসাইপুরের আমিনুল হক বড়ভুইয়াঁ, (১২), সে গুজরাট সফর করে ফিরেছে, গণিরগ্রামের শামসুর আলম মজুমদার (৩০) তিনি গুজরাট সফর করেছেন; গরারগ্রামের রাজিব উদ্দিন (৩৩), তিনি ভ্রমণ করেছেন মুম্বাই; বুড়িবাড়ির আজার উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ (১৮), সেও গুজরাট সফর করে ফিরেছে এবং গোঁসাইপুরের জাকির হুসেন বড়ভুইয়াঁ (৪৮), তিনি গুজরাট সফর করে এসেছেন।

এছাড়া করিমগঞ্জ জেলার দুজন যথাক্রমে সাহিদ আহমেদ (২৫), তিনি ভ্রমণ করেছেন নভি (নতুন) মহারাষ্ট্র, ওয়াহিদ আহমেদ (২০), তারও ভ্রমণ বৃত্তান্ত নভি মহারাষ্ট্র।

হাইলাকান্দি জেলার দুই কোভিড-১৯ আক্রান্তরা আবদুল রহমান (৩০), তিনি ভ্রমণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ছাগলিয়া সীমান্ত এবং সাকির আহমেদ মজুমদার (২২), তিনি মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেলে ৯৪ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে, তিনি হাইলাকান্দি জেলার ফইজুল হক। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে ৮০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিন জেলার ১৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

এদিকে কাছাড় জেলায় কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ৪২ জনে পৌঁছেছে। এর মধ্যে একজন শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলির ঠেলামারা কোচগাঁওয়ের বাসিন্দা। বিপরীতে করিমগঞ্জ জেলার ৩৭ জন এবং হাইলাকান্দি জেলার ১৩ জন লোক আক্রান্ত হয়েছেন। অপরদিকে ত্রিপুরার ২ জনকে আক্রান্তের তালিকায় যুক্ত করে বরাক উপত্যকার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪-এ। গত কয়েকদিনে যে ভাবে দ্রুত কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের ঘটনায় উপত্যকার জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে তিন জেলার প্রশাসনের তরফে জনসাধারণের মধ্যে কোভিড-১৯-এর ভয়াবহতা নিয়ে সজাগতা আনতে ব্যস্ত।

উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ বৃহস্পতিবার প্রথমে ২.৫০ মিনিটে টুইটে জানিয়ে ছিলেন বরাক উপত্যকায় আক্রান্ত ১১, ফের ৬.২০ মিনিটে দ্বিতীয়বার জানান বরাকে আরও ৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহাকে ফোন করে কুশল বিনিময় প্রধামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহাকে বৃহস্পতিবার সকালে ফোন করে কুশল বিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফোনে দুজনের মধ্যে প্রায় ছয় মিনিট ধরে কথা হয়েছে।একে অপরের সুস্বাস্থ্য কামনা করার পাশাপাশি শুভেচ্ছা বিনিময়ও হয়েছে। দুজনের মধ্যে বৈঠকে দেশের করোনা পরিস্থিতি এবং বিহারের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিহারে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলোতে রাখা হয়েছে সেখানে সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে রবীন্দ্র কিশোর সিনহার থেকে খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী।রাজ্যের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করান বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা। রবীন্দ্র কিশোর সিনহার প্রতিনিধি এবং বিজেপির ভোজপুর জেলা মুখপাত্র সুরেন্দ্র জানিয়েছেন, দুই জনের মধ্যে ছয় মিনিট কথা হয়েছে। কুশল বিনিময় করার পাশাপাশি একাধিক রাজনৈতিক বিষয় ও বিশ্বব্যাপী করোনা সঙ্কট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে শীঘ্রই ভারত করোনা মুক্ত হবে।

সুরেন্দ্র আরও জানিয়েছেন যে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহার নিজস্ব সংস্থা এসআইএস গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা সরকারি এবং বেসরকারি কার্যালয়, আবাসন, বাজার এবং সার্বজনীন স্থানগুলোকে শোধন করার কাজ করে গিয়েছে।

গোটা দেশ জুড়ে থাকা এই সংস্থার দুই লাখ কর্মী স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি পরিযায়ী দুর্গত শ্রমিকদের আশ্রয়স্থল, খাদ্য ও পানীয় জল সর গরিবদের খাবার সরবরাহ করার কাজও চলছে। খাবারের প্যাকেট সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এসআইএস কার্যালয় গুলিকে সুবিধা কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে।এই বিপুল কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখছেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহার পুত্র তথা এসআইএসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ফিকির চেয়ারম্যান ঋতুরাজ সিংনহা। দেশজুড়ে কয়েক লক্ষ কর্মীকে নিয়ে এই বিপুল কর্মকাণ্ড করে যাওয়ার জন্য ঋতুরাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী।

শ্রমিক বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে হবে, দাবি ভারতীয় মজদুর সংঘের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): উত্তরপ্রদেশ সরকার নিজের ভুল সংশোধন করেছে। সেই পথে হেঁটে অন্যান্য রাজ্যগুলির উচিত শ্রমিক বিরোধী অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করা।এমনই দাবি তুলেছে ভারতীয় মজদুর সংঘ। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেই শ্রম আইনে পরিবর্তন করা উচিত বলে জানিয়েছে তারা।

ভারতীয় মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক বৃজেশ উপাধ্যায় বৃহস্পতিবার জারি করা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ২০ মে দেশজুড়ে বিরোধ প্রদর্শনে সংগঠনের তরফ থেকে শ্রমিকদের একাধিক দাবি-দাওয়া নিয়ে যে আন্দোলন করা হয়েছিল তারপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার উল্লেখযোগ্য ভাল কাজ করেছে। এর পরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে শ্রম আইনে পরিবর্তন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অধ্যাদেশ দ্বারস্থ হবে না। কেন্দ্রের এই মন্তব্য উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং কেরলের মতন রাজ্যগুলির কাছে স্পষ্ট বার্তা নিয়ে গিয়েছে যারা অধ্যাদেশ এনে শ্রম আইন বদল করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, নীতি আয়োগ এর ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজীব কুমার জানিয়েছিলেন যে সংশোধন মানে এই নয় শ্রম আইনকে পুরোপুরি শেষ করে দেওয়া। রাজ্যগুলির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের স্পষ্ট বার্তা ছিল শ্রম আইন পুরোপুরি বিলুপ্ত করা যাবে না। কারণ ভারত আন্তর্জাতিক শ্রম ও সংগঠনে স্বাক্ষর করেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ কুমার গাংগুয়ার একই কথা বলেছে। শ্রম আইনকে পুরোপুরি বদলে ফেলা যাবে না বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

ভারতীয় মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক বৃজেশ উপাধ্যায় জানিয়েছেন, শ্রমমন্ত্রীর এই বার্তার পর চার রাজ্যের উচিত ছিল

ছয়ের পাতায়

করোনা : করিমগঞ্জের সিজেএম আদালতে মামলায় জড়িত মানুষ ও আইনজীবীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ মে (হি.স.) : করোনা মহামারি মোকাবিলায় সমগ্র দেশ জুড়ে টানা দুই মাসের বেশি সময় ধরে লকডাউন চলছে। এমতাবস্থায় সর্বত্র অচল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় বিচারবিভাগীয় আদালতগুলোর কাজকর্মও স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে করিমগঞ্জ আদালতে এতই কঠোর নিয়ম নীতি বলবৎ করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, কোনও আইনজীবীকে পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ ফৌজদারি আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে এ নিয়ে আইনজীবীরা দস্তুরমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, আইনজীবীরা যদি নিম্ন আদালতে প্রবেশ করতে না পারেন, তা হলে জরুরি ভিত্তিতে যে সব মামলার শুনানি হবে এগুলোর প্রক্রিয়া কী ভাবে সম্পন্ন হবে? আইনজীবীদের ওপর এমনিতেই মক্কেলদের চাপ থাকে। মামলার সপক্ষে যদি মক্কেলদের কথা আইনজীবীরা আদালতে তুলে ধরতে না পারেন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে তো নানা উৎকণ্ঠার জন্ম নেওয়া স্বাভাবিক। আইনজীবীদের বক্তব্য, জেলা ও দায়েরা জজের কোর্টে ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে কেঁসুলিদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু নিম্ন আদালত তো হচ্ছে ট্রায়াল কোর্ট। এখানে সামাজিক দূরত্ব বাজায় রেখে এবং যাবতীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইনজীবীদের আদালতের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

জানা গেছে, করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতের বিচারপতি ইমদাদ আহমদ বৃহস্পতিবার থেকে সাধারণ ভুক্তভোগীদের সঙ্গে আইনজীবীদেরও আদালতের ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এমন-কি এই নিষেধাজ্ঞা সরকারি আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুধু বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমতি নিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আদালতের ভিতরে পা রাখতে পারছেন কোনও কোনও আইনজীবী।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, ফৌজদারি আদালতের প্রবেশপথের পাশে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে রাখা হয়েছে দুটি বাক্স। এই বাক্সে হাজির কিংবা আবেদন সংক্রান্ত সব কিছু ফেলে রাখার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীরা আইনজীবী কিংবা মহুরিদের বলছেন। সেই বাক্স থেকে আদালতের কর্মীরা কাগজগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছেন। কিন্তু আইনজীবীদের মতে, আদালতের এই কড়াকড়ির ফলে কোন মামলায় কী আদেশ হচ্ছে, তা জানতেও অনেক অসুবিধার মুখে পড়েছেন সংশ্লিষ্ট মামলার আইনজীবীরা।

করিমগঞ্জের বালিপিপলা জিপি-র বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিজেপি কার্যকর্তা বিপুল দাস প্রয়াত

বাজারিছড়া (অসম), ২৮ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের লোয়াইরপোয়া ব্লকের অন্তর্গত বালিপিপলা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর বিশিষ্ট সমাজসেবী, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব তথা বিজেপির একনিষ্ঠ কার্যকর্তা বিপুল দাসের জীবনাবসান ঘটেছে। বুধবার রাত সোয়া দশটায় বালিপিপলায় তাঁর নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী ঊষারানি দাস সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন। মানদরদি বিপুল দাসের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গতকাল রাতেই নিজ গ্রামের বাড়ির পাশে উনার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। করোনা ও লকডাউনের জন্য তাঁর শেষকৃত্যে সীমিত শ্মশানবন্ধু ছিলেন বলে জানা গেছে।

প্রয়াত বিপুল দাস বালিপিলা জিপি-র ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ঊষারানি দাস বালিপিলা জিপি-র ছয় নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য। বিপুল বাবুর মৃত্যু সংবাদে গভীর শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সহ বিজেপির ব্লক মণ্ডল সভাপতি হৃষিকেশ নন্দি, লোয়াইরপোয়া জেলা পরিষদ সদস্য সহেলি দে, বালিপিপলা জিপি সভাপতি মিলনকুমার দাস ছাড়াও অন্যান্য বহুজন।

এক বছরের মধ্যে করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চ্যালেঞ্জ ভারতের সামনে

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): এক বছরের মধ্যে করোনা ভ্যাকসিন তৈরি করার চ্যালেঞ্জ এখন ভারতের সামনে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান বিজ্ঞান পরামর্শদাতা অধ্যাপক বিজয় রাঘবন। সেই লক্ষ্যে একশটিরও বেশি প্রজেক্টে বর্তমানে কাজ চলছে। সাধারণ পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিন তৈরি করতে ১০ থেকে ১৫ বছর সময় লাগে। খরচ হয় ২০০ মিলিয়ন ডলারের মত।বর্তমান পরিস্থিতিতে ৩০ টি সংস্থা কাজ করে চলেছে। অনুসন্ধানের নিরিখে ভাল জায়গায় রয়েছে ২০ সংস্থা বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধ্যাপক বিজয় রাঘবন জানিয়েছেন, করোনা বিরুদ্ধে

ছয়ের পাতায়

সামাজিক দূরত্ব ও সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে কেবল কলেজের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা হবে, জানালেন পোখরিয়াল

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কোনও পরীক্ষাই দিতে হবে না।সামাজিক দূরত্ব এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রেখে কলেজের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষাগুলি জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হবে। বৃহস্পতিবার দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ওয়েবিনারে সামাজিক মাধ্যমে আলাপচারিতায় ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল।

এ দিন টুইটারের মাধ্যমে ৪৫,০০০ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লাইভ আলাপচারিতায় অংশ নেন মন্ত্রী। বহু কলেজ শিক্ষক এবং অধ্যাপক তাঁকে প্রশ্ন করেন। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, যদি করোনা অবস্থার উন্নতি না হয় এবং জুলাই মাসে কলেজ কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার আয়োজন করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে কলেজের পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে। তিনি এ দিন স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন, এই পরীক্ষা শুধুমাত্র কলেজের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছত্রীদের জন্য নেওয়া হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কোনও পরীক্ষাই দিতে হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে মাজুলিতে বাঁধ সংস্কারের কাজ শেষ হয়নি, তীব্র প্রতিক্রিয়া

মাজুলি (অসম), ২৮ মে (হি.স.) : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাজুলিতে নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল মাজুলিবাসীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সেই আশ্বাস বাস্তবে পরিণত হয়নি। বাঁধ সংস্কারের কাজে ঠিকাদারের অবহেলার কারণে কাজ পিছিয়ে গেছে বলে অভিযোগ মাজুলিবাসীর।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, বাঁধ সংস্কারের কাজ এখন পর্যন্ত ৪০ শতাংশও সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে বর্ষায় তাঁদের বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এদিকে গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে বন্যার আশঙ্কায় ভুগছেন মাজুলির ২ লক্ষাধিক মানুষ। রাজ্যের জলসম্পদ বিভাগ কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাঁধের ভাঙা অংশগুলি সংস্কারের কাজে ঠিকাদার লাগিয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দিষ্ট সময় ধরে দেওয়ার পরও ৪০ শতাংশ কাজও সম্পন্ন হয়নি বলে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছেন।

তাঁরা বলেছেন, দক্ষিণপাট সত্রের কাছে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করে মাত্র ৩০ মিটার কাজই হয়েছে। সবেমাত্র জঙ্গল কাটার কাজ শেষ হয়েছে। জিও ব্যাগ পাতা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঁধ সংস্কারের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় মাজুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের বরাদ্দ অর্থ ঠিকাদার ও আধিকারিকদের মধ্যে লুট চলছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তালিকা ৩১ নম্বরে ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): ভারতে প্রথম ৫০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ৩১ তম স্থানে রয়েছেন প্রতিরক্ষা সচিব ড় অজয় কুমার। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে মেক ইন ইন্ডিয়া ভাবনাকে সফলভাবে কার্যকর করেছেন তিনি।এরমধ্যে রয়েছে ডিফেন্স এক্সপো আয়োজনের করার মতন সাফল্য। ফেম ইন্ডিয়া পত্রিকার তরফ থেকে ৫০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ড় অজয় কুমারের নাম।

ভারতের মতন দেশে ক্যাবিনেট সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, বিদেশমন্ত্রকের একাধিক বিভাগে থাকা সচিব এবং প্রতিরক্ষা সচিবের কার্যকাল দুই বছর হয়। ২০১৯ সালের ২৩ আগস্ট প্রতিরক্ষা সচিবের কার্যভার গ্রহণ করেন তিনি।তৎকালীন প্রতিরক্ষা সচিব সঞ্জয় মিশ্রের স্থলাভিষিক্ত হন।মন্ত্রক পরিচালনার ক্ষেত্রে কুশল আমলা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত হার্ডওয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে ভারতকে রাখার জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন তিনি। ১৯৮৫ সালে কেরল ক্যাডারের এই আইএএস আধিকারিক ১৯৬২ সালে ২ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।কানপুর আইআইটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওপর ডিগ্রী রয়েছে তার। দেশের প্রতিরক্ষা সচিব হওয়ার আগে কেরল সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব, রাজ্যের ইলেকট্রনিক্স বিকাশ পর্যদের চেয়ারম্যান, বাণিজ্য মন্ত্রকের সচিব পদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।প্রায় তিন দশক কেরল রাজ্য প্রশাসনের তিনটি পৃথক বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

ডিমা হাসাওয়ে আরও একজন করোনায় আক্রান্ত, জেলায় রোগীর সংখ্যা ৮

হাফলং (অসম), ২৮ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার আরও একজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছে। ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত মাহুরের বাসিন্দা পাউরামবে নিউমে (২৩) করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। গত ২০ মে চেন্নাই থেকে যাত্রা করে জিরিবামের শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে ২৪ মে বদরপুর আসে। সেখানে পাউরামবের লালারস সংগ্রহ করে তাকে শিলচর মারুতি হোটেলে কোয়ারেন্টইন করে রাখা হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার চেন্নাই ফেরত ওই যুবকের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের কোভিড সেলে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত শনিবার চেন্নাই ও ত্রিপুরা থেকে ডিমা হাসাও জেলায় ফিরে আসা ৭ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ পাওয়ার পর তাঁধের হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভরতি করা হয়েছিল। বর্তমানে এই ৭ জনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে।

এদিকে বৃহস্পতিবার ডিমা হাসাও জেলার আরও এক ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ার পর জেলায় করোনা ভাইরাস রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ জনে। প্রসঙ্গত, গোটা রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৫৬।

অসমের সরকারি কর্মচারীদের মে মাসের পুরো বেতন ও পেনশন দেবে সরকার : অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৮ মে (হি.স.) : অসম সরকারের কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের চলতি মে মাসের পুরো বেতন এবং পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকৃত সাহায্যের কারণেই তা সম্ভব হচ্ছে। বৃহস্পতিবার টুইট করে এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

দেশজুড়ে চতুর্থ পর্যায়ের লকডাউন শেষ হওয়ার আর তিন দিন বাকি। এতদিনে গোটা দেশের আর্থিক পরিস্থিতি তলানিতে এসে ঠেকেছে। মহামারি করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে জারিকৃত লকডাউনের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা নিয়ে ভাবনায় কেন্দ্র। কী করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে মজবুত করা যায় সা নিয়ে চলছে বিচার বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করা হচ্ছে নানা পদক্ষেপ।দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের বেতনের ১০ শতাংশ থেকে শুরু করে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কাটা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসম সরকারও রাজ্যের কর্মচারীদের বেতনের একটা অংশ কেটে নেবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। রাজ্যের কর্মচারীদের সেই চিন্তা টুইট করে দূর করে দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অর্থমন্ত্রী ড় শর্মা টুইটে আরও জানিয়েছেন, রাজ্যের নিজের রাজস্বও ক্রমশ বাড়ছে। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার এই টুইট-ঘোষণার পর রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা দুর্দিনের মধ্যেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

শেষরক্ষা হল না, তেলেঙ্গানায় ১৭ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে মৃত্যু শিশুব

মেদক (তেলেঙ্গানা), ২৮ মে (হি.স.): প্রায় ১৪ বছর আগের হরিয়ানার সেই প্রিন্সের স্মৃতি উসকে দিল তেলেঙ্গানার সাই বর্ধন। তবে সেদিন প্রিন্স বেঁচে ফিরলেও, তেলঙ্গানার ৩ বছরের শিশু সাই বর্ধন ১৭ ফুট গভীর কুয়োর পড়ে আর ফিরল না। ঘটনাটি ঘটে বুধবার বিকেলে পাঁচটা নাগাদ তেলেঙ্গানার মেদক জেলায়। এরপর চলে উদ্ধারকার্য। ঘটনাস্থলে যায় উদ্ধারকারী দল। তারা ১৭ ফুট গভীর কুয়োর ভিতরে অক্সিজেন পাঠানো হয়। কুয়োর বেড় বাড়ানোর জন্য চলে খনন কাজও।

রাতভর চলে উদ্ধার কাজ। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বৃহস্পতিবার ভোরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, এই কুয়োটি-সহ আরও দু’টি এরকম কুয়ো বেআইনি ভাবে খনন করা হয়েছে। এগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার ১০৩২৩ শিক্ষকরা পুলিশ সদর কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

দ্বিতীয়বার প্লাজমা দান করলেন টম হ্যাংকস

এই না হলে নায়ক! এ নায়ক শুধু পর্দার নয়, বাস্তব জীবনেরও। তিনি টম হ্যাংকস, যিনি এক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার প্লাজমা দান করেছেন করোনা চিকিৎসায়।করোনাযুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে খুব বেশি সময় নেননি টম হ্যাংকস। এরই মধ্যে দ্বিতীয়বার করোনা ভ্যাকসিন গবেষণাগারে রক্ত দিয়ে তিনি আবারও বাস্তব জীবনের নায়কের পরিচয় দিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ছবিও শেয়ার করেছেন 'ফরেস্ট গাম্প'-এর অভিনেতা। সঙ্গে লিখেছেন 'প্লাজম্যাটিক'। এক মাস আগেও গবেষণার জন্য প্লাজমা দিয়েছিলেন টম হ্যাংকস।

করোনা মোকাবিলায় প্লাজমা থেরাপি নিয়ে ভারতসহ বিভিন্ন দেশেই গবেষণা চলছে। যেকোনো ধরনের সংক্রমণের ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। সেই অ্যান্টিবডি কোনো সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি করতে পারছে কি না, সেটা দেখাই প্লাজমা থেরাপি। এককথায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তির প্লাজমা দিয়ে অন্যদের ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচাতেই প্লাজমা থেরাপি নিয়ে বিশ্বজুড়ে গবেষণা চলছে।

মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় শুটিং চলাকালীন করোনায় আক্রান্ত হন টম হ্যাংকস ও তাঁর স্ত্রী রিটা উইলসন। তাঁরাই প্রথম সেলিব্রিটি, যাঁরা প্রকাশ্যে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান। এ মুহূর্তে হলিউডের সেলিব্রিটি দম্পতি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনা মোকাবিলার অভিজ্ঞতা শেয়ারও করছেন। একই সঙ্গে নিজের প্লাজমা দিয়ে করোনার হাত থেকে অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন টম হ্যাংকস।

অস্ট্রেলিয়ায় একটি বায়োপিকের জন্য শুটিং করছিলেন, সেখানেই টম ও স্ত্রী রিটা উইলসনের করোনা অর্থাৎ 'কোভিড-১৯' পজিটিভ ধরা পড়ে। পরে দম্পতি মার্চ মাসের প্রথম দিকে ফিরে আসেন লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং দুই সপ্তাহের বেশি সময় কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর ইনস্টাগ্রামে জানিয়ে টম হ্যাংকস লিখেছিলেন, 'আমাদের হঠাত করেই খুব ক্লান্ত লাগছিল, সর্দি হয়েছিল এবং সারা শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছিল। রিটার মাঝেমধ্যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বরও আসছিল। নিশ্চিত হতেই আমাদের করোনাভাইরাসের পরীক্ষা হয়। আর তখনই জানা যায়, আমরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। এবার কী করণীয়? কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যা এখন মেনে চলতে হবে। আমাদের আরও কিছু পরীক্ষা হবে, নজরে রাখা হবে এবং সবার থেকে আলাদা করে রাখা হবে।'

ঈদে পাঁচ হাজার পরিবারে খাবার দিলেন সালমান

সালমান খান পৃথিবীর যে প্রান্তে, যে অবস্থায়ই থাকেন না কেন, ঈদুল ফিতরের আগে তাঁর বাড়িতে বাবা—মায়ের কাছে ফেরা চাই-ই চাই। এই করোনাকালে লকডাউনেও তার ব্যতিক্রম হলো না। পানভেলের ফার্মহাউস থেকে সোজা বাড়িতে ফিরে এলেন ঈদের তিন দিন আগে।

নিজের ফার্মহাউসে 'তেরে বিনা' ও 'ভাই ভাই' নামে দুটো গানের শুটিং করেছিলেন সালমান। ঈদ উপলক্ষে বেশ কয়েক বছর পর এবারই সালমান খানের কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি বটে, তবে মুক্তি পেয়েছে এই দুটো গান। ঈদের আগে মুক্তি পায় 'তেরে বিনা' আর ঈদের দিন সকালে মুক্তি পেল 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই' গানটি। দুই সপ্তাহে সালমানের ইউটিউব চ্যানেল থেকে 'তেরে বিনা' গানটি দেখা হয়েছে ৩ কোটি ১০ লাখবার। আর মাত্র দুই দিনে 'ভাই ভাই' দেখেছেন ১ কোটি ৮০ লাখ দর্শক।

বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের বড় হৃদয়ের কথা কারও অজানা নেই। অসহায় ও দুস্থ মানুষের দিকে সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। এই সালমান কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। করোনাকালে সালমান নানাভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ঈদের দিনেও তিনি দুস্থ মানুষের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন। করোনার কারণে এবার ভারতে জুড়ে সাদামাটাভাবে ঈদ পালন করা হয়। অনেকের হয়তো একবেলা খাওয়াও জোটেনি। তবে এই পবিত্র দিনে সালমান কিছুসংখ্যক মানুষের মুখে ফোটালেন হাসি। ঈদের দিন ভাইজান পাঁচ হাজার পরিবারের খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। এমনকি তিনি ঈদের কিটও তুলে দিয়েছেন তাদের হাতে। প্রতিটা কিটের মধ্যে ছিল ৫০—এর বেশি মানুষের জন্য কোরমা তৈরির উপাদান। এ ছাড়া ২৫ হাজার পরিবারের দৈনিক রেশনের বন্দোবস্ত করেছেন এই বলিউড নায়ক।

লকডাউনের শুরুতেই সালমান বলিউডের দিনমজুরদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রদান করেছেন। তিনি ৩০ হাজারের বেশি মজদুরকে সাহায্য করে চলেছেন। আর সে জন্য ভাইজান ১০ কোটি রুপির বেশি অর্থ খরচ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। এ ছাড়া সালমান অভুক্ত মানুষের খাবারের ব্যবস্থাও করছেন।

নওয়াজুদ্দিনের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ

ভারতের উত্তর প্রদেশের এক কৃষক পরিবারে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর জন্ম। ভাগ্যের অন্বেষণে একসময় দিল্লিতে পাড়ি জমান। সেখানেই মঞ্চ অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে এই অভিনেতার। পরে তাঁকে ভারতের জাতীয় নাট্যশালায় দারোয়ানের চাকরি করতে হয়েছিল দেড় বছর। এভাবেই নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। সেখান থেকে বড় পর্দায়। তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন নিজেকে। 'মাঝি দ্য মাউন্টেন ম্যান' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করে নিজের জাত চিনিয়েছিলেন এই অভিনেতা। সে সময় টুইটারে নওয়াজুদ্দিন সম্পর্কে ভারতের প্রবীণ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা লিখেছিলেন, 'নওয়াজুদ্দিন এ শতকের সেরা আবিষ্কার।'

সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান নিজেকে আজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলিউডে। অনেক প্রসংশা, বিশেষণ তাঁর নামের সঙ্গে। কিন্তু আলোর বিপরীতে নিকষ কালো অন্ধকার। সুনামের পাশাপাশি নওয়াজুদ্দিনের বদনামও কম নয়। সে সূত্রে দিনকাল মোটেও ভালো যাচ্ছে না তাঁর। ৭ মে নওয়াজের হোয়াটসঅ্যাপ ও ই---মেইলে তালাকের আইনি নোটিশ পাঠান তাঁর স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকী। অভিযোগ গুরুতর। অভিযোগ ব্যক্তি নওয়াজ এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। শুধু স্ত্রী নন, অভিযোগ করেছেন সাবেক প্রেমিকাও।

পারিবারিক নির্যাতন

নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে পারিবারিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন আলিয়া সিদ্দিকী। তাঁর প্রকৃত নাম অঞ্জনা কিশোর পাণ্ডে। অভিযোগ, নওয়াজ গায়ে হাত না তুললেও অভিনেতার ভাই শামাস সিদ্দিকি আলিয়াকে মারধর করেছেন।

বলিউডলাইফকে দেওয়া সাক্ষাতারে নওয়াজের স্ত্রীর অভিযোগ, 'নওয়াজ আমার ওপর কোনো দিনও হাত তোলেনি। কিন্তু ওর চিতার, ঝগড়া আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। শুধু ওটাই (মারধর) বাকি ছিল। কিন্তু ওর পরিবার আমার ওপর মারাত্মক মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করেছে। ওর ভাই আমাকে মেরেছে পর্যন্ত। ওর মা, ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রী মুম্বাইতে আমাদের সঙ্গেই থাকত। অনেক বছর ধরে আমি এগুলো সহ্য করছি। ওর প্রথম স্ত্রী ঠিক একই কারণে ওকে ছেড়ে গিয়েছিল।' এখানে শেষ না, তাঁর স্ত্রীর দাবি এটি নাকি সিদ্দিকী পরিবারের ঐতিহ্য! সিদ্দিকী পরিবারের স্ত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত সাতটা এই ধরনের মামলা করেছেন। আজ পর্যন্ত চারটে ডিভোর্স হয়েছে ওই পরিবারে, এটা পাঁচ নম্বর। তাদের পরিবারটাই ওই রকম। লোকলজ্জা ঢাকার অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছি, কিন্তু আর কত সহ্য করব!'

আলিয়া সিদ্দিকী বলেন, 'আমার আত্মসম্মানটা ওরা সবাই মিলে ধ্বংস করে দিয়েছে। পরিবার—পরিজন ছেড়ে আমি শুধু ভালোবাসার টানে এসেছিলাম ওর ঘরে। কিন্তু আমার জীবনটা খুব বাজেভাবে পাল্টে গেল।'

মুম্বাইয়ের 'স্পটবয়' পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আলিয়া জানান, একটা নয়, তাঁর সঙ্গে নওয়াজের বিচ্ছেদের হাজারটা কারণ রয়েছে। তাঁর কথায়, 'সারা জীবন আমাকে অপমান করে গিয়েছে ও। ''গ্যাংস অব ওয়াসিপুর'' ছবির পর হঠাৎ করেই ওর নামডাক হতে শুরু করে। এরপরেই আমার প্রতি ওর আচরণ বদলে যেতে থাকে। আমরা যখন বিয়ে করি, তখন নওয়াজের কিচ্ছু ছিল না। তখন বাসা ভাড়া আমি চালাতাম। এখন ওর চারটে বাংলো হয়েছে, কিন্তু একটা সময় কী ছিল ওর? আজ সব ভুলে গিয়েছে ও। সব।'

অভিযোগে আরও বলেন, 'আমার সন্তানের তখন ছয় মাস বয়স। সে সময় প্রায় এক বছরের মতো সময় ধরে একা ছিলাম আমি। আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম বলে আমার পরিবারও আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করেছিল। শুধু তা---ই নয়, আমি বাইরে বেরোলেই ওর গার্ল ফ্রেন্ডরা বাড়িতে ঢুকত।

পুরোনো প্রেমিকা নীহারিকার অভিযোগ

বেশ কিছু আগেই নওয়াজের পুরোনো প্রেমিকা নীহারিকা সিং অভিযোগ এনেছিলেন, অভিনেতার অবদমিত কামের শিকার তিনি। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জোর করতেন নওয়াজ, এমনটাই বলেছিলেন নীহারিকা। নীহারিকা সিংয়ের সেই অভিযোগ টুইটারে প্রকাশ করেছেন সন্ধ্যা মেনন। তিনি লিখেছেন, নীহারিকার সঙ্গে নওয়াজের পরিচয় হয় ২০১২ সালে 'মিস লাভলি' ছবির শুটিংয়ে। একবার সারা রাত শুটিং করে সকালে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ফিরছিলেন। ফোনে তিনি নীহারিকাকে জানান, তাঁর বাড়ির খুব কাছাকাছি তিনি আছেন। নীহারিকা তাঁকে প্রাতরাশ করার জন্য বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী আসার পর বাড়ির দরজা খুলতেই তিনি নীহারিকাকে জড়িয়ে ধরেন। নীহারিকা তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে খুব অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন নীহারিকা। নীহারিকা জানতে পেরেছিলেন, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী নিজের জীবনের অনেক সত্য তাঁর কাছে লুকিয়েছিলেন। তিনি যে বিবাহিত, এ কথা নীহারিকা অন্যদের কাছ থেকে জেনেছিলেন। নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর জীবনের এসব ঘনটা জানার পর নীহারিকা এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। তাহলে কি নওয়াজের অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া এবং অবদমিত যৌনতাড়নাই বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ? উঠেছিল প্রশ্ন।

সন্তানদের সময় দেন না

সন্তানদের জন্য নওয়াজুদ্দিনের হাতে নাকি সময় নেই। এমন অভিযোগ করে স্ত্রী আলিয়া বলেন, 'আমাদের সন্তানরা মনেও করতে পারবে না শেষবার বাবাকে কবে দেখেছে! তিন-চার মাস হলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে ও দেখা করেনি। ওরা একদমই বাবার সঙ্গে জড়িত নয়, জিজ্ঞাসাও করে না বাবার কথা। আমি আমার সন্তানদের সম্পূর্ণ নিজের কাছে চাই।' তিনি আরও বলেন, 'বাবা হিসেবে কোনো দায়িত্ব পালন করেনি নওয়াজ। একা একা সন্তানের বড় করেছি। তিন—চার মাসে একবার ফোন করত আমাদের।

এবং তাও অফিসের নম্বর থেকে। কিছু বললে বলত, আউটডোর শুটিংয়ে রয়েছি।'

মুখ খোলেননি নওয়াজ

ডিভোর্স বিজ্ঞপ্তি আর নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। তবে তাঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ঘুমকেতু'তে ব্যক্তিগত জীবনের কেচ্ছা বেশ প্রভাব ফেলেছে।

সে কথা এক সংবাদমাধ্যমের কাছে নিজেই স্বীকার করেছেন নওয়াজ। আলিয়া ডিভোর্সের নোটিশ পাঠালেও এখন পর্যন্ত সে চিঠির কোনো জবাব দেননি নওয়াজ। তিনি বর্তমানে উত্তর প্রদেশের বুধানায় দেশের বাড়িতে আছেন। ১৫ মে মুম্বাই থেকে সড়কপথে সেখানে পৌঁছান অভিনেতা। টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, বোনের মৃত্যুর পর মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার জন্যই লকডাউনেও দেশের বাড়ি ফিরেছে তাঁর পরিবার। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে আলিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় নওয়াজের। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।

আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত কলকাতার পাশে শাহরুখ

কলকাতার সঙ্গে এক আবেগ, ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের। শুধু কলকাতা বললে ভুল হবে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক শাহরুখের। এমনকি মমতা শাহরুখের হাতে রাখি পরিয়ে এই বলিউড তারকাকে নিজের ভাইও বানিয়েছেন। এর আগেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর করোনা ফান্ডে অর্থ ঢেলেছেন শাহরুখ। আর এবার ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত কলকাতার পাশে সাহায্যের হাত বাড়ালেন শাহরুখ। আম্পান ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত বাংলার পাশে দাঁড়াল শাহরুখ খানের কেকেআর এবং মীর ফাউন্ডেশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে শাহরুখের এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ও এই যুদ্ধে শামিল হলো। আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষের দিকে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন শাহরুখ। পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করবে বলে জানাল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আম্পান ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন। তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বা খাবারও পাচ্ছে না। 'কেকেআর সহায়তা বিহান' অভিযানের মাধ্যমে সারা বাংলার পীড়িত মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেবে শাহরুখের প্রতিষ্ঠান। 'কেকেআর প্ল্যান্ট'-এর মাধ্যমেও নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই দলটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আরেক বলিউড তারকা, শাহরুখের বন্ধু ও বিজনেস পার্টনার, কেকেআর-এর অন্যতম মালিক জুহি চাওলা মেহতা। ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে কলকাতার বুকে হাজার হাজার গাছ উপড়ে গেছে। তাই 'কেকেআর প্ল্যান্ট' অভিযানের মাধ্যমে কলকাতায় ৫ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হবে। কারণ, যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় গাছের বিকল্প নেই। বাংলার এই চরম বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শাহরুখ খান বলেন, 'এই কঠিন সময়ে আমাদের শক্তভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সবাই হাসছি, তত দিন আমাদের এই সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' কলকাতার বিপদে সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। আবারও মমতার পাশে দাঁড়ালেন বলিউডের কিং খান। করোনার জন্য নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শাহরুখ। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলেও অর্থ প্রদান করেছিলেন কিং খান। হাজার হাজার মানুষের খাবারের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন তিনি। এমনকি নিজের অফিসের দরজা খুলে দিয়েছেন কোয়ারেন্টিন সেন্টার করার জন্য। এবার আম্পানে বিধ্বস্ত বাংলার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন শাহরুখ।

কেকেআরের সিইও ভেংকি মাইশোর বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং "সিটি অব জয়" কলকাতা নানা কারণে আমাদের কাছে বিশেষ। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেকেআর-কে অফুরন্ত ভালোবাসা এবং সমর্থন দিয়ে এসেছে। বাংলার দুর্গত মানুষের কাছে এটা আমাদের ক্ষুদ্রতম প্রয়াস। আমাদের সেবাকর্মীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আর তারা সবরকম নিরাপত্তা মেনে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সেবার কাজে এগিয়ে এসেছে।'

'স্বপ্নের নায়ক' টম ক্রুজ

টম ক্রুজের প্রকৃত নাম থমাস ক্রুজ ম্যাপোথার চতুর্থ। জন্মেছেন ১৯৬২ সালের ৩ জুলাই নিউইয়র্কের সারাকুজে। সেই হিসাবে কিছুদিন আগেই ৫৭ বছর শেষ করে বয়স ৫৮ চলছে। কিন্তু ছবি দেখে কি বোঝা যায়? প্রকৌশলী বাবা ও শিক্ষিকা মায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান ক্রুজ স্কুলজীবনে অ্যাথলেট হিসেবে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন, আর প্রায় প্রতি রাতেই হকি খেলতেন। অবশ্য অ্যান, ম্যারিয়ান ও ক্যাস নামে তাঁর তিন বোন আছেন। ছবি: সংগৃহীতস্কুলে পড়ার সময় ক্রুজের কুস্তি খেলার প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা পাওয়ার পর কুস্তি ছেড়ে তিনি স্কুলের বার্ষিক প্রযোজনা 'গাইজঅ্যান্ড ডলস'-এ অডিশন দেওয়ার মধ্য দিয়ে অভিনয়ে নাম লেখান। বিশ্বাস করুন বা না করুন, আপনার স্বপ্নের নায়ক ছোট্টবেলায় ঠিক এমনটাই দেখতে ছিলেন। ছোটবেলায় তিনি ডিসলেক্সিয়ার সমস্যায় ভুগতেন। বিষয়টি সহপাঠীদের নজরে আসা নিয়ে সব সময় খুব উদ্বিগ্নও থাকতেন তিনি। এই হলো কৈশোরের টম ক্রুজ। ক্রুজ প্রথম বিয়ে করেন মিমি রজারসকে। ১৯৮৭ সালে ৩১ বছর বয়সী মিমি রজারকে বিয়ের সময় ক্রুজের বয়স ছিল ২৪। দুই বছর বাদে তাঁরা আলাদা হয়ে যান। টম ক্রুজ ও নিকোল কিডম্যান। ১৯৯০ সালে ক্রুজ বিয়ে করেন ২৩ বছর বয়সী নিকোল কিডম্যানকে। ২০০১ সালে যখন তাঁদের বিচ্ছেদ হয়।

নিকোল কিডম্যান, টম ক্রুজ ও তাঁদের দুই সন্তান। টম ক্রুজ ও কেটি হোমস। ২০০৬ সালের ১৮ নভেম্বর ২৭ বছর বয়সী কেটি হোমসকে বিয়ে করেন ৪৪ বছরের ক্রুজ। তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয় ২০১২ সালে। এটি টম ক্রুজ আর কেটি হোমসের বিয়ের ছবি। কন্যা সুরি হোমসকে কোলে নিয়ে বিয়ে করেছিলেন এই জুটি। আলাদিনের অ্যানিমেটেড চরিত্রটির চেহারার গঠন আর চুলের স্টাইল টম ক্রুজের আদলে করা। তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ কোথায় উঠে চড়েছেন টম? ১৯৯০, ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালে 'পিপল ম্যাগাজিন' ক্রুজকে বিশ্বের ৫০ জন সুন্দরতম মানুষের মধ্যে স্থান দিয়েছে। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে তিনটি গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার। এ ছাড়া তিনবার অস্কারের মনোনয়নও মিলেছে। সে রকমই একটা অনুষ্ঠানে ভক্তদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন টম ক্রুজ।

১৯৯৫ সালে 'এমপায়ার' ম্যাগাজিন তাঁকে চলচ্চিত্র ইতিহাসে ১০০ জন যৌন আবেদনময় তারকার মাঝে স্থান দেয়। ২০০৬ সালে 'ফোর্বস' ও 'প্রিমিয়ার' ম্যাগাজিন তাঁকে বিশ্বের সবচে শক্তিশালী তারকা হিসেবে আখ্যায়িত করে। সিনেমাতে প্রায়ই দেখা যায়, হেলিকপ্টার ধরে ঝুলছেন। উঁচু ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিতে। প্রায় প্রতিটা সিনেমায়ই দেখা যায় মেরে একাকার করছেন প্রতিপক্ষের লোকজনকে। আপনার এই প্রিয় তারকা কিন্তু পাহাড় বেয়েও উঠতে পারেন।তবে বড়বেলায় দেখা গেল তিনি এই দৌড়াচ্ছেন তো এই উড়ছেন।

বৃহস্পতিবার আমরা বাঙালি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

চিন - ভারত যুদ্ধ কি হতে পারে !

বেদ প্রতাপ বৈদিক

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করছে ভারত ও চিনের মধ্যে যুদ্ধের কোনও সম্ভাবনা রয়েছে কিনা? এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার তিনটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত লাদাখ সীমান্তে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার ফলে সেনাপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। পরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনা সংকটের মধ্যেও সম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র ঘন্টার পর ঘন্টা ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে আলোচনা করে চলেছে। এর অর্থ কি?

দ্বিতীয়ত লাদাখ এবং সিকিমে ভারতীয় সীমানার তিন - চারটি জায়গায় চিন সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে।নিজেদের সীমান্তে চিন আগে থেকেই বাংকার, উন্নত মানের সড়ক এবং সেনা ছাউনি গড়ে তুলেছে। প্রতিটি ছাউনিতে সেনা সমাবেশ বাড়িয়ে চলেছে চিন।

তৃতীয়ত ভারতে কর্মরত চিনা নাগরিক, ব্যবসায়ী, আধিকারিক, পর্যটকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা সম্প্রতি করা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট দেশ থেকে নিজেদের নাগরিকদের এই ভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণটা কি? নিজেদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া তখনই শুরু করা হয় যখন সেই দেশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

চিনা কমিউনিস্ট দলের সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস দুই দেশের সম্পর্ক অবনতি করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ওই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ভারতকে হুমকি দেওয়া হয়েছে।ভারত যেন কোন রকমের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ না নেয় সেই বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে। আমেরিকার চশমা ছেড়ে চিনের দিকে তাকানোর কথা ভারতকে বলা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে ভারতের সঙ্গে নিজেদের উত্তেজনা বাড়িয়ে বিশ্বের নজর করোনা থেকে ঘোরাতে চাইছে চিন।তাদের রণনীতি হল করোনার ভয়াবহতা ভুলে গোটা বিশ্ব ভারত-চিন যুদ্ধের দিকেই মনোনিবেশ করবে।চিন থেকে আমেরিকার বিনিয়োগ যেন ভারতে না আসতে পারে সেদিকেও নজর রেখেছে বেজিং। ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়িয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইছে চিন।

পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে থাকা যত ক্ষোভ, হিংসা সব এই যুদ্ধের মাধ্যমে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন তারা।

উল্লেখ্য সমস্ত তর্ক-বিতর্ক শক্তিশালী হলেও মনে হয় না ভারত ও চিন এই মুহূর্তে যুদ্ধ করার মানসিকতা রয়েছে।জাপান তাইওয়ান কে যারা জব্দ করতে পারে না।এমনকি হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়াকেও কাবু করতে যারা পারে না। সেই চিন ভারত আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখাবে কি? কেনই বা দেখাতে যাবে।

(লেখক বরিষ্ঠ সাংবাদিক ও কলম্নিস্ট)

করিমগঞ্জের আইসিপি দিয়ে এলেন ১২৪ জন ভারতীয় এবং বাংলাদেশে গেলেন ১৩

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ মে (হি.স.) : কোভিড-১৯ অদৃশ্য ঘাতক ভাইরাসের মোকাবিলায় ভারত সহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে চলছে লকডাউন। গত দু মাস ধরে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট দেশগুলি। গত প্রায় দুমাসের বেশি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের বহু মানুষ প্রতিবেশী বাংলাদেশে আটকে পড়েছিলেন। বাংলাদেশেরও অনেক নাগরিক এ দেশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে দুই দেশের সরকারের উচ্চস্তরীয় সমঝোতার পর বৃহস্পতিবার সকালে সুতারকান্দি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে ভারতীয় ১২৪ জন নাগরিক নিজের দেশে ফিরে এসেছেন। পাশাপাশি এই একই আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশের ১৩ জন নাগরিক নিজের দেশে ফিরে গেছেন আজ (বৃহস্পতিবার)।

বাংলাদেশ থেকে নিজের দেশ ভারতে ফিরে আগত ১২৪ জনের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মণিপুর রাজ্যের ২৪ জনের সঙ্গে অসমের বিভিন্ন জেলা যেমন করিমগঞ্জের ৭ সহ বাকিরা কাছাড়, মরিগাঁও, নগাঁও এবং শোণিতপুরের নিয়ে মোট ১০০ জন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বৃহৎ অংশ ছাত্রছাত্রী ছাড়াও পর্যটক ও ব্যবসায়ী ছিলেন।

প্রতিবেশী দুই দেশের নাগরিকদের আগমন ও নির্গমন উপলক্ষে আজ সকাল দশটা থেকে সুতারকান্দির আন্তর্জাতিক সীমান্তে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে উভয় দেশের প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিডিসি রঞ্জিত কুমার লস্কর, ডিএসপি (বর্ডার) প্রশান্ত ভুইয়াঁ, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উপ-অধিনায়ক সুশীল কুমার উপাধ্যায় সহ মেডিক্যাল টিম উপস্থিত ছিল। বাংলাদেশের পক্ষে থেকেও উচ্চস্তরীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ মেডিক্যাল টিম সীমান্তের ওপারে থার্মাল স্ক্রিনিং করে ভারতের নাগরিকদের পাঠিয়েছে। এপারেও একইভাবে থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়েছে প্রত্যেককে। এক কথায় উভয় দেশের সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরই প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে ফিরে এসেছেন এবং গিয়েছেন।

এদিকে এখানে ডিডিসি রঞ্জিত কুমার লস্কর জানান, বাংলাদেশে থেকে আগতদের প্রথমে থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তার পর তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে। তাঁদের প্রাথমিক রিপোর্ট নেগিটিভ আসলেও সাতদিন তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। প্রায় দু মাসের বেশি দিন আটকে থাকার পর নিজেদের দেশে ফিরে যেতে এবং আসতে পেরে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করে নিজ নিজ দেশের সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

দ্বিতীয় মোদী সরকারের বর্ষপূর্তিতে ফেসবুক লাইভে আসবেন বিজেপি সভাপতি

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা ৩০ মে, শনিবার ফেসবুক লাইভে এসে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব। বিগত এক বছরে প্রশাসনের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরবেন তিনি।

এদিন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, মোদী সরকারের দ্বিতীয় কার্যকালের এক বছর পূর্ণ করেছে। এই উপলক্ষে সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে ফেসবুক লাইভে এসে বক্তব্য রাখবেন। বর্তমানে গোটা দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে করোনার মোকাবিলা করে চলেছে। দেশবাসী একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে এই লড়াই লড়ছে। বিজেপি কর্মীরা মানুষের জন্য সেবাকার্য করে চলেছে। দলীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা এর নেতৃত্বে 'ফিড দা নিডি' নামে অভিযান চালাচ্ছে বিজেপি কর্মীরা। এই অভিযানে আট লাখের বেশি বিজেপি কর্মী ১৯. ১৮ কোটি বেশি মানুষে মুখে খাবার তুলে দিয়েছে। খাবারের প্যাকেট দিয়ে সাহায্য করেছে ৪.৮৬ কোটি মানুষকে। পাঁচ কোটি বেশি মানুষকে ফেস মাস্ক দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। করোনা ওয়ারিয়রদের ১২.৮৭ বুথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

পূর্বাভাসের আগেই দেশে পৌঁছাতে পারে বর্ষা : মৌসম ভবন

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): পূর্বাভাসের আগেই আগামী ১ জুনের আশপাশে কেরালা উপকূলে বর্ষা প্রবেশ করবে বলে জানাল ভারতীয় মৌসম ভবন। মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী ৩১ মে থেকে ৪ জুনের মধ্যে ভারতীয় উপকূলের কাছে আরব সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর পথ প্রশস্ত করবে। তাতে ভর করেই বর্ষা কেরালায় আসবে।

ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার পশ্চিম-মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আরব সাগরের পার্শবর্তী এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। আজই সেটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে আগামী তিন দিনে দক্ষিণ ওমান এবং পূর্ব ইয়েমেন উপকূলের দিকে উত্তর-পশ্চিমে যেতে পারে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলেও ভারতের পশ্চিম উপকূলে তেমন প্রভাব নাও ফেলতে পারে।

অন্যদিকে, আগামী ৩১ মে থেকে ৪ জুনের মধ্যে ভারতীয় উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এবং পার্শবর্তী পূর্ব-মধ্য আরব সাগরে যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, তার জেরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর পথ আরও পরিষ্কার হবে। উল্লেখ্য, এর আগে ভারতীয় মৌসম ভবন জানিয়ে ছিল নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ১ জুন কেরালায় বর্ষার আগমন হচ্ছে না। নির্ধারিত সময়ের চারদিন পর অর্থাৎ ৫ জুন কেরালায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আসবে।

পুলওয়ামায় গাড়ি বোমা হামলার নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা জইশ সংগঠনের : আইজিপি

শ্রীনগর, ২৮ মে (হি.স.): পুলওয়ামার ধাঁচেই দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলাতেই ফের হামলার ছক কষেছিল জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠন। কিন্তু, সন্ত্রাসীদের সেই ছক বানচাল করে দিয়েছে সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার পুলওয়ামায় সেনা, আধাসেনা ও পুলিশের যৌথ তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি। তাতে মিলেছে প্রচুর আইইডি। যদিও ওই গাড়িটির চালক (সন্দেহভাজন জঙ্গি) এখনও পলাতক। পুলওয়ামায় গাড়ি বোমা হামলা প্রসঙ্গে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (কাশ্মীর ডিভিশন) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, এই হামলার নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা ছিল জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের, হিজবুল মুজাহিদিন তাদের সহায়তা করেছে।

সাংবাদিক বৈঠকে আইজিপি আরও জানিয়েছেন, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাই, জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের একজন সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছে। তাই আমরা মনে করি আদিল (আইইডি বোঝাই গাড়ির চালক)-একজন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি জইশ জঙ্গি সংগঠনের সংস্পর্শে ছিল। আদিল সুরক্ষা বাহিনীর গাড়িতে হামলার পরিকল্পনা নিয়েই এসেছিল। বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ দলকে আমরা ডেকে পাঠাচ্ছি। আমাদের সন্দেহ, ওই গাড়িতে ৪০-৪৫ কেজি বিস্ফোরক ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উপত্যকায় ফের পুলওয়ামার মতো হামলা হতে পারে, এই তথ্য আগেই দিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। এ দিন পুলওয়ামায় চেক পয়েন্টে তল্লাশি চলাকালীন ওই গাড়িটি ধরা পড়ে। গাড়ির কাগজপত্র দেখে সন্দেহ হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। বিপদ আঁচ করে ব্যারিকেড ভেঙে গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় চেষ্টা করে চালক। তবে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। গাড়িটি ধরা পড়ে যায়। কাশ্মীর পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল (আইজি) বিজয় কুমার বলেন, "নিরাপত্তারক্ষীরা গুলি চালায়। কিন্তু কোনও ভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় গাড়ির চালক। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে আইইডি উদ্ধার হয়।" তিনি আরও বলছেন, "হামলা হতে পারে এ খবর আমাদের কাছে আগে থেকেই ছিল। আমরা গত কাল থেকেই ওই গাড়িটিকে খুজছিলাম।"

করোনা লক্ষণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সম্বিত

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): শরীরে করোনা লক্ষণ। ঝুঁকি না নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। বর্তমানে গুরুগ্রামের মেডিসিটি হাসপতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। হাসপাতালের সাত নম্বর আইসিইউতে তিনি রয়েছেন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

সূত্রের খবর তার শরীরে করোনা সংক্রমনের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরই হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে গত লোকসভা নির্বাচনে ওড়িশার পুরী লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন সম্বিত পাত্র। কিন্তু সেই কেন্দ্রে তাকে হারতে হয়। বিভিন্ন চ্যানেলের প্রাইম টাইমে প্যানেল আলোচনায় তাকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। দুদে রাজনৈতিক বক্তা হিসেবেও খ্যাতি রয়েছে তার। গত কয়েক বছর দক্ষতার সঙ্গে তিনি বিজেপির মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেছেন।পেশায় চিকিৎসক হলেও রাজনীতিই তার প্রথম ভালবাসা।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য কোষাগার উন্মুক্ত করুক কেন্দ্র, দাবি সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): করোনায় তৈরি হওয়া দেশজোড়া সঙ্কট নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতা অব্যাহত রাখল কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার থেকে স্পিক ফর ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন কর্মসূচী চালু করেছে শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি। এই উপলক্ষ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্ভোগ নিয়ে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য অবিলম্বে কোষাগার খুলে দেওয়া উচিত। প্রতিটি পরিবারকে আগামী ছয়মাস পর্যন্ত ৭৫০০ টাকা করে দেওয়া দিতে হবে। অবিলম্বে দিতে হবে ১০ হাজার টাকা বলে দাবি তুলেছেন তিনি।

দেশের এই সঙ্কটে উদ্বেগ প্রকাশ করে সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, বিগত দুই মাস ধরে করোনা মহামারীর জেরে গোটা দেশ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পর এই প্রথমবার লক্ষাধিক শ্রমজীবী মানুষ তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চলেছেন। সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে কয়েক কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। কৃষকরা দুর্ভোগে। লক্ষাধিক ছোট ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানুষের এই সমস্যা হয়তো প্রশাসন দেখতে পাচ্ছে না। আর সেই জন্য সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না প্রশাসনকে। শ্রমজীবী মানুষের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদদের পরামর্শের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, অর্থনীতিবিদরা সরাসরি মানুষের হতে টাকর তুলে দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু কেন্দ্র শোনেনি। এমন পরিস্থিতিতে দেশবাসীর গণকণ্ঠ জোরদার করার জন্য স্পিক ফর ইন্ডিয়া নামক সামাজিক অভিযান শুরু করেছে। কংগ্রেসের দাবি সরকার কোষাগার উন্মুক্ত করে শ্রমজীবী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াক।

করোনা-মুক্ত অরুণাচল প্রদেশে কোভিড-১৯ পজিটিভ দুইয়ের তথ্য

ইটানগর, ২৮ মে (হি.স.) : গত ২ এপ্রিল লোহিত জেলার মেডো এলাকার বাসিন্দা আবদুল খান তালুকদার (৩১)-এর শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। আক্রান্ত একমাত্র রোগী আবদুল খান তালুকদারকে এর পর ১৭ এপ্রিল তেজু জেলা হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। মাঝে একজনের শরীরে মারণ এই ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছিল। এবার ফের একজনকে করোনায় আক্রান্ত বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু টুইট করে নতুন আক্রান্তের খবর দিলেও তাঁর নাম বা ঠিকনা প্রকাশ করেননি। তবে তিনি জানান, প্রথমে রোগীর শরীরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোনও লক্ষণ ছিল না। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা সুস্থ বলে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু তাঁর টুইটে জানিয়েছেন। এদিকে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবরে জানা গেছে, নতুন কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীকে ইতিমধ্যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে কোভিড-১৯ কেয়ার সেলে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি বহিঃরাজ্য থেকে আগত। উল্লেখ্য নয়া শনাক্তকৃত রোগীকে নিয়ে অরুণাচল প্রদেশে এখন দুজন চিকিৎসাধীন।

অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৫৪ জন, মৃত্যু বেড়ে ৫৯

অমরাবতী, ২৮ মে (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৪ জন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে একজনের। ৫৪ বেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৮৪১, তাঁদের মধ্যে সক্রিয় রোগী ৮২৪ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ১৯৫৮ জন। একজনের মৃত্যুর পর অন্ধ্রে মৃতের সংখ্যা ৫৯। বৃহস্পতিবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে নতুন করে ৫৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৯৫৮ জন। নতুন করে ৫৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে একজনের। সবমিলিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে সংক্রমিত ও মৃতের সংখ্যা, যথাক্রমে-২৯৪১ এবং ৫৯।

২ বেড়ে মহারাষ্ট্রে মৃত্যু ২২ জন পুলিশ কর্মীর, সংক্রমিত ২,০৯৫ জন

মুম্বই, ২৮ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ১৩১ জন পুলিশ কর্মী। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দু''জন পুলিশ কর্মী। ফলে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২০৯৫ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের।

ছয়ের পাতায়

পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৬২,৩৩০, মৃত্যু ১,২৭৬ জনের

ইসলামাবাদ, ২৮ মে (হি.স.): পাকিস্তানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা। ২৮ মে, বৃহস্পতিবার দুপুর ২.২০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬২, ৩৩০-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ২২,০৩৭ জন, সিন্ধু প্রদেশে ২৫,৩০৯ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৮, ৪৮৩, বালোচিস্তানে ৩,৬১৬, ইসলামাবাদে ২,০১৫, গিলগিট-বালতিস্তানে ৬৫১, আজাদ কাশ্মীরে ২১৯।

সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুও ঠেকানো যাচ্ছে না পাকিস্তানে। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১,২৭৬ জনের। পাক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৩৯৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে

ছয়ের পাতায়

নরেন্দ্র মোদীর মতো প্রধানমন্ত্রী পেয়ে ধন্য আমাদের দেশ আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): জাতীয় স্বার্থই সর্বাগ্রে, বারবার সেই প্রমাণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদীর মতো একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের, এমনই মত দেশের অনেকেরই। একই অভিমত পোষন করলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহার মতে, নরেন্দ্র মোদীর মতো কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যমী প্রধানমন্ত্রী পেয়ে ধন্য আমাদের দেশ, যাঁর কাছে জাতীয় স্বার্থই সর্বাগ্রে।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রাক্তন সাংসদ আর কে সিনহার সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পর আপ্লুত ও আনন্দিত আর কে সিনহা নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লেখেন, "আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকাল ৯.৪২ মিনিটে আমাকে ফোন করে জানতে চান আমি কেমন আছি। এমন কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যমী প্রধানমন্ত্রী পেয়ে ধন্য আমাদের দেশ, যাঁর কাছে জাতীয় স্বার্থই সর্বাগ্রে।"

ফের করোনায় আক্রান্ত ক্যানসার রোগী বন্তি শইকিয়া

গোলাঘাট (অসম), ২৮ মে (হি.স.) : ফের মারণ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন গোলাঘাটের ক্যানসার রোগী বন্তি শইকিয়া। দিল্লিতে স্ত্রী বন্তি শইকিয়ার ক্যানসার রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন স্বামী অজিত শইকিয়া। সেখানে তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন কঙ্কনজ্যোতি বরা নামে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও। তিন জনের শরীরেই করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে।

দিল্লিতে চিকিৎসার পর কঙ্কনজ্যোতি ও স্ত্রী বন্তির নমুনা পরীক্ষা নেগেটিভ আসে। কিন্তু সুস্থ হননি বন্তির স্বামী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী অজিত শইকিয়া। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় করোনায় আক্রান্ত হয়ে। পরবর্তীতে ২২ মে রাজ্যে ফিরে আসেন বন্তি এবং কঙ্কনজ্যোতি বরা। রাজ্যে ফিরে আসার পর তাঁদের কাজিরঙার কোহরায় প্রশান্তি লজে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। দুজনের সোয়াব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়।

এবারের পরীক্ষায় বন্তি শইকিয়ার শরীরে ফের করোনার উপস্থিতি ধরা পড়েছে। তবে কঙ্কনজ্যোতি বরার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাঁকে আজ তাঁর বাড়িতে চলে যেতে দিয়েছে মেডিক্যাল বোর্ড। অন্যদিকে ক্যানসার রোগী বন্তি শইকিয়াকে গোলাঘাট কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

অভিনব ! বিমানে করে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর উদ্যোগ মুম্বইয়ে

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি. স.): ট্রেনে নয়। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে করে মহারাষ্ট্র থেকে ঝাড়খন্ডে পাঠানো হলো ১৭৭ জন পরিযায়ী শ্রমিককে। বৃহস্পতিবার সকাল ছটায় এই অভিনব উদ্যোগের সাক্ষী থাকল মুম্বই বিমানবন্দর। বিমানে করে বাড়ি যাওয়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত ঝাড়খণ্ড থেকে আসা এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকেরা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের দাবি আবার কবে কাজে ফেরা হবে তা অনিশ্চিত। বিগত দুই মাস মুম্বইতে তাদের অনেক যাতনা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। এই দুই মাস তাদের বাড়ি ফেরানোর কোনও উদ্যোগ প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয়নি। ফলে আর কোনও ভাবেই মুম্বই ফিরতে চান না তারা।

বেঙ্গালুরু ল স্কুলের ছাত্রসংসদের তরফ থেকে এই সকল শ্রমিকদের মহারাষ্ট্রের মুম্বাই থেকে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিমানের টিকিটের ভাড়া এই সংস্থায় বহন করেছে। পাশাপাশি এই সকল শ্রমিকদের খাবারের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে এই সংগঠনটি। থার্মাল স্ক্রীনিং থেকে শুরু করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ প্রশাসনের ঘোষিত যাবতীয় নির্দেশিকা মেনে বিমানে তোলা হয় এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের।বিমানের মধ্যেও তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বসে।এদিন সকাল ছটায় বিমান ছাড়ার চার ঘণ্টা আগে শ্রমিকদেরকে বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়।

কোটাসুর বাজারে মাস্ক ছাড়াই মানুষের বাজারে ভিড় উদ্বেগ বাড়িয়েছে

ময়ূরেশ্বর, ২৮ মে (হি. স.) : বীরভূমের ময়ূরেশ্বর দিনদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। তবুও সকাল থেকেই ময়ূরেশ্বর কোটাসুর বাজারে মাস্ক ছাড়াই মানুষের বাজারে ভিড় উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

বীরভূমে গত ২৪ ঘন্টায় ২৪ জন করোনা সংক্রমণে খবর মিলেছে।তা মধ্যেই সিংহ ভাগ ময়ূরেশ্বর ব্লক এলাকায়। গত ১৫ দিনে সেই সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ জন। যা নিয়ে যথেষ্টভাবে দুশ্চিন্তায় জেলা প্রশাসন। কিন্তু আমজনতার কোন হেলদোল নেই। কোটাসুর বাজারে উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়। আশ্চর্যজনকভাবে নেই কারোর মুখে মাস্ক।

মাস্ক ছাড়াই আমজনতার ঘোরাফেরা নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন। লকডাউনে শুরুর দিকে পুলিশ যেভাবে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল সেই তৎপরতা এখন আর নেই। ফলে মুখে মাস্ক ছাড়াই ময়ূরেশ্বর বাজারে মানুষের মানুষের ভিড় দেখা গেল।

বিশিষ্ট লেখক প্রাবন্ধিক আদিত্য মুখোপাধ্যায় বলেন আমি কোটাসুর মোড়ের বাসিন্দা আমি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বাইরে যাই না। কিন্তু বাড়ি থেকেই কোটাসুর বাজারের যেভাবে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের। এদিকে ময়ূরেশ্বর এলাকার করোনা সংক্রমণ যথেষ্টভাবে থাবা বসিয়েছে। তবুও মানুষ কেন এত উদাসীনতা নিয়ে সত্যিই দুশ্চিন্তা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার মাইকিং করা হলো বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে জামাইষষ্ঠীর বাজারকে ঘিরে মানুষের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তাদের মুখেই মাস্ক নেই।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন ৯ করোনা আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক

রায়গঞ্জ, ২৮ মে (হি. স.) : সুস্থ হয়ে যাওয়ায় বুধবার বিকেলে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কোভিড হাসপাতাল থেকে ৯ জন করোনা আক্রান্তকে ছেড়ে দেওয়া হল।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ প্রধান বলেন, "উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের নয় জন পরিযায়ী শ্রমিক কয়েকদিন আগে ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। লালার নমুনা পরীক্ষা হলে দেখা যায়, তাঁরা করোনা পজেটিভ।

এতদিন তাঁরা রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠায় এদিন তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁদের হোম কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নিজের মেয়েকে বাঁচাতে বিজেপিকে সন্তুষ্ট করছে সাধন পান্ডে, বিস্ফোরক পরেশ পাল

কলকাতা, ২৮মে (হি. স.): রাজ্য বনাম রাজ্যপালের মতই তৃণমূলের অন্তর্কোন্দল অব্যাহত। কিছুদিন আগেই পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে। পুরসভাকে ব্যর্থ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এরপরেই বৃহস্পতিবার পাল্টা সাধন পান্ডেকে কোণঠাসা করলেন আর এক তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল। তাঁর কথায়, 'নিজের মেয়েকে সিবিআই থেকে বাঁচাবার জন্য বিজেপি নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করতে চাইছে সাধন পান্ডে।'

চলতি সপ্তাহে মঙ্গলবার সাধনবাবু ফিরহাদ হাকিমের সমালোচনা করে বলেন, 'ফিরহাদ হাকিম প্রশাসক হিসেবে বসেছেন ঠিকই কিন্তু পরিকল্পনার অভাব ছিল। কোনদিনই কারও সঙ্গে তিনি আলোচনা করেননি।' একইসঙ্গে তাঁর আরও অভিযোগ ছিল, 'কেন দুটি সংস্থা থাকবে না। শুধুমাত্র এনাফ ইজ এনাফ বললে হবে না। সিইএসসি একটা মনোপলি সংগঠন'। পাশাপাশি ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'কেন এমএলএদের নিয়ে বৈঠক করা হল না? কেন তাদের মতামত নেওয়া হল না? কেন শোভন চট্টোপাধ্যায় কে ডাকা হল না?' পুরসভার পরিকল্পনার অভাব ছিল বলেও সমালোচনা করেন তিনি। একইসঙ্গে বর্তমান যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই দায় পুরসভাকে নিতে হবে বলেই সাফ জানিয়ে দেন সাধনবাবু। এরপরেই খবর রটে উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকতলার বিধায়ক সাধন পাণ্ডেকে দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শোকজ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পাল বলেন, 'গতকালই ওনাকে শোকজ করা হয়েছিল দলের তরফে কিন্তু তিনি বলেছেন উনি কোনও শোকজ লেটার পাননি। ওর মত লোককে দল থেকে বের করে দিলে আমরা সবাই ভালো করে দলটা করতে পারব।' পরেশবাবু অভিযোগ করে আরও বলেন, 'বিজেপি ও সিপিএম এর বিভিন্ন মহলের লোকের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। উনি যে কথা বলেছেন আমফান পরবর্তী বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে তা সর্বৈব মিথ্যে। ববি হাকিম নিজে রাস্তায় নেমে কাজ করেছেন, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজ করেছেন, সমস্ত বরো চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সবাই রাস্তায় নেমে কাজ করেছে'। কটাক্ষের সুরে পরেশবাবু এদিন আরও বলেন, 'যাকে চারজন মিলে ধরে নিয়ে যায় সে নাকি কাজ করেছে সে নাকি রাস্তায় নেবে কাজ করছে গাছ কেটেছে সবটাই নাটক শুধু ছবি তোলার জন্য। দলের মধ্যে ওকে কেউ পছন্দ করে না তাই উনি নিজে থেকেই চলে যান সবার পেছনে কোনও না কোনও অজুহাতে উনি কখনও না কখনও ক্ষতি করেছে'। সাধনবাবু সিইএসসির সমালোচনা করে বলেছিলেন, কেন কলকাতায় বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের দুটো কোম্পানি থাকবে না? বম্বেতে তো দুটো আছে। এখানে তো টাটার মতো কোম্পানিকে ডাকতে পারে। তাহলে তো প্রতিযোগিতা হয়!"

সেই প্রসঙ্গে সাধনকে একহাত নিয়ে পরেশবাবু বলেন 'ও টাটার দালাল। টাটার সঙ্গে ওর ব্যবসা আছে। সিঙ্গুরের সময়েও দালালি করেছিল।' দলে থেকে উনি যেভাবে সবার দিকে আঙুল তুলেছেন তাতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমানিত করেছেন বলেই মনে করছেন বেলেঘাটার এই তৃণমূল বিধায়ক।

এদিন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করে পরেশ পাল আরও বলেন, 'তৃণমূল দলের ক্ষেত্রে নয় উনি যখন কংগ্রেসে ছিলেন তখন উনি অনেক নেতৃত্বের পেছনে এভাবেই কথা বলেছেন। তাই লকডাউন উঠলে ১০-১৫ হাজার কর্মী নিয়ে আমরা ওনার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামব এবং দলকে বোঝানোর চেষ্টা করব এ ধরনের লোককে দল থেকে বের করে দেওয়ার জন্য।'

তবে শুধু সাধন পান্ডে নন। কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও একযোগে পুরসভার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি মোকবেলায় পুরসভার ভূমিকা প্রসঙ্গে। যদিও এই বিষয়ে পরেশবাবু কোনও মন্তব্য করেননি।

জরুরী পরিষেবা

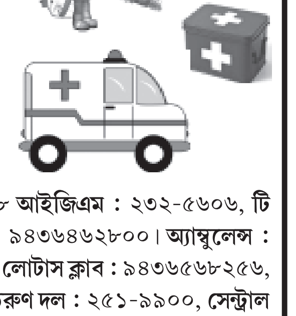

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভিন রাজ্য ফেরত পরিযায়ী শ্রমিক থেকে গণ সংক্রমণ ছড়ানো ঠেকাতে উদ্যোগ গ্রহণ বীরভূম জেলা প্রশাসনের

সিউড়ি, ২৮ মে (হি. স.) : ভিন রাজ্য ফেরত পরিযায়ী শ্রমিক থেকে গণ সংক্রমণ ছড়ানো ঠেকাতে উদ্যোগ গ্রহণ বীরভূম জেলা প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার সিউড়িতে জেলার পুলিশ প্রশাসন স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জনপ্রতিনিধি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী আশিস বন্দোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক নীলাবতী সাহা, মইনুদ্দিন শামস,আব্দুর রহমান লিটন,জেলা পরিষদের মুখ্য পরামর্শদাতা অভিজিৎ সিংহ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

বীরভূম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিক ঢুকতেই বদলে গিয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর চিত্র। বিগত ৭২ ঘন্টায় প্রায় ৬০ জনেরও বেশি মানুষের করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত করোনা সংক্রামিত মোট রোগীর সংখ্যা প্রায় ৮৪ জন। এবং যাদের মধ্যে সিংহভাগ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক। পরিযায়ী শ্রমিক এবং ভিন রাজ্য ফেরত মানুষদের কাছ থেকে যাতে গণ সংক্রামন না ছড়ায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ জেলা প্রশাসনের। ভারতবর্ষের করোনা ভাইরাস এর সংক্রমনের প্রায় ৬০ শতাংশ মহারাষ্ট্র ,গুজরাট ,দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্য থেকে ছড়াচ্ছে। তাই সেই সমস্ত রাজ্য ফেরত পরিযায়ী শ্রমিক বা সাধারণ মানুষকে নন হোম কোয়ারেন্টাইন থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রয়োজন মত দুটো থেকে চারটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হচ্ছে। সে সমস্ত মানুষজন যাতে বাইরে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে না পারে তার জন্য তাদের হাতে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ক্রমে আঙ্গুলে কালি লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া বাকি রাজ্য ফেরত মানুষদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সকলকে নজরদারির জন্য জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে দুটি করে মোটরবাইক দেওয়া হচ্ছে। সিভিক ভলেন্টিয়ার সেই নজরদারির কাজে নিযুক্ত থাকবেন। এছাড়াও আশা কর্মীরা আগের মত নজরদারি করে যাবেন। পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের সদস্যরা স্থানীয় স্তরের কাজকর্ম শুরু করে দেবেন।

১৭ দফা দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি আমরা বাঙালর

আগরতলা, ২৮ মে।। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে গরীব, শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে এজন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমরা বাঙালী দল। দলের তেলিয়ামুড়া ব্লক কমিটির তরফ থেকে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্ধেশ্যে সতের দফা দাবীতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা করা। ১০৩২৩ কে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাঁচার ব্যবস্থা করা। এছাড়া সমস্ত অংশের মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দাবী করেছে আমরা বাঙালী।

কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এবার তাদের আঙুলে দেওয়া হবে কালির দাগ

সিউড়ি, ২৮ মে (হি. স.) : কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এবার তাদের আঙুলে দেওয়া হবে কালির দাগ। করোনা নিয়ে বীরভূম জেলা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষে জানালেন জেলাপরিষদের মেন্টর অভিজিত সিনহা। এদিকে ভিন রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নজর রাখতে ব্লক স্তরে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

প্রতিদিন বীরভূম জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহস্পতিবারও জেলায় ১৪ জন কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের তথ্য সামনে এসেছে। এদিকে যেভাবে প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে আক্রান্তের সংখ্যা তাতে চিন্তিত জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সিউড়ির ডিআরডিসি কক্ষে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আয়োজিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলাশাসক, জেলাপরিষদের মেন্টর, এসপি সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত থানার ওসি আইসিরা এবং বিডিও ও বিএমওএইচরা। সুত্রের খবর, রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে মুম্বাই সহ পাঁচটি রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের ননহোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়া বাকি রাজ্য গুলি থেকে যারা আসবেন তাদেরও থাকতে হবে চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে। এরপরই প্রতিটি ব্লকে কোথাও দুটি কোথাও বা তারও বেশি সেন্টার খোলা নিয়ে দির্ঘ আলোচনা হয়।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

ঠিকঠাক থাকলে প্রতিদিন ইন্ডিগোর একটি বিমান কলকাতা-আগরতলা রুটে যাতায়াত করবে বলে জানানো হয়েছে।

ডাক্তার

● প্রথম পাতার পব

হাসপাতালে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরবর্তী সময় ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডিসিএম সুমন রক্ষিত, আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। ডিসিএম ঘটনাস্থলে গিয়ে ডাক্তার শুভ্রনীল ভট্টাচার্যকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন। ডিসিএম কতৃক প্রতিশ্রুতি পেয়ে সকলে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যান।

মৃত্যু ১,২৭৬ জনের

পাচের পাতার পর

৩৮১, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৪২৫, বালোচিস্তানে ৪১, ইসলামাবাদে ১৯, গিলগিট-বালতিস্তানে ৯ জন এবং আজাদ কাশ্মীরে ৫ জন মারা গিয়েছেন।

সংক্রমিত ২,০৯৫ জন

পাচের পাতার পর

বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দু"জন পুলিশ কর্মী এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১৩১ জন পুলিশ কর্মী। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৮৯৭ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ১,১৭৮ জন।

ভারতের সামনে

তিনের পাতার পর

প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সুস্থ মানুষের শরীরে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। সেই কারণে ভ্যাকসিনের গুণগত মান এবং সুরক্ষা দিকটি যাচাই করা হয়। সে জন্য অধিক সময় লেগে যায়। ভ্যাকসিন চার প্রকারে বিকশিত করা যায়। ভ্যাকসিন যতদিন না আবিষ্কার হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত দেশবাসীকে পাঁচটি কাজ করতে হবে।মুখে মাস্ক পরা, হাত শোধন করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, চিহ্নিতকরণ করে টেস্টিং করা। এই পাঁচ ভাবে করোনাকে নির্মূল করা যেতে পারে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের

তিনের পাতার পর

অধ্যাদেশ ফিরিয়ে নেওয়া। উত্তরপ্রদেশ নিজের ভুল সংশোধন করে অধ্যাদেশ ফিরিয়ে নিয়েছে। যা প্রশংসনীয়। বাকি রাজ্যগুলিতে সেই পথ অবলম্বন করা।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ জেলায় বিলোনীয়া প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সাংবাদিকদের মধ্যে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সন্ধান

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬০৩৫ জনের। আজ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১০৪৩ জনের। পরীক্ষা চলছে ৮৫০ জনের। আজ ২ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ার পর শহীদ ভগৎ সিং সেন্টার থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তাদের নির্দিষ্ট কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি চেকপোষ্ট দিয়ে মোট ২৮২ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। নন হটস্পট এলাকা থেকে এসেছে ১১০টি যাত্রীবাহী গাড়ি। হটস্পট এলাকা থেকে এসেছে ২৭টি যাত্রীবাহী গাড়ি। নন হটস্পট এলাকা থেকে এসেছে ৩৮৭টি ট্রাক। হটস্পট এলাকা থেকে এসেছে ২৭টি ট্রাক। এখানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে ২১ জন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৯৯ জন। সেম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে ১২৯ জনের।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ গোয়া থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ১টি ট্রেন ছেড়েছে। গতকাল চেন্নাই থেকে ১টি ট্রেন ১৬০০ জন যাত্রী নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। এছাড়া কোলকাতা থেকে এখন পর্যন্ত ৯২৭ জন যাত্রী সড়ক পথে আগরতলায় পৌঁছেছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে গতকাল নতুন ১০জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ৫ জন চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালুরু থেকে এবং ৪ জন মুম্বাই থেকে এসেছেন। ১ জন হচ্ছেন রেলকর্মী। ৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রেলকর্মীকে উত্তর প্রদেশের কানপুরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

বুধবার বড় ছেলের বাড়িতে লাঠি ভর করে যেতে দেখে ছেলের বউ এবং নাতনীরা বেদম ভাবে মারতে থাকে তাকে। অভিযোগ ঈদের নিমন্ত্রনে ভালো ভালো মানুষ তাদের বাড়িতে আসবে। এই সময়ে কেন তাদের বাড়ীতে পা রাখল বৃদ্ধা মা। তাদের পরিবারের মান-সম্মান নাকি চলে যাবে। ঈদের উৎসবে বড় ছেলের দুই বিবাহিত মেয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। মা ও দুই মেয়ে মিলে প্রচন্ডভাবে মেরে মাটিতে ফেলে দেয় বৃদ্ধা মহিলাকে। প্রতিবেশীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে মহিলাকে নিয়ে থানায় হাজির হন। বিশালগড় মহিলা থানায় গিয়ে এই বৃদ্ধা মা পুলিশের সামনে কাঁদতে থাকেন। সঠিকভাবে সব কিছু বলতেও পারছেন না। বড় ছেলের ২ মেয়ে পিংকি ও প্রিয়াংকা। দুজনের স্বামী সরকারি চাকরি করেন। এলাকাবাসীর দাবি এই সমস্ত কুলাঙ্গার মেয়ে ও পুত্রবধূদের যেন উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন প্রশাসন।

কোর্টের

● প্রথম পাতার পর

থেকে স্টেটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা পর্যাপ্ত নয়।কেন্দ্র ও রাজ্য গুলোর কাছে আদালত জানতে চেয়েছে কতজন এমন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে যারা বাড়ি ফিরতে চাইছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে রেজিস্ট্রেশন এর পরও পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবার এবং পানীয় জল সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেতে অসুবিধা হচ্ছে।

আদালতকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ট্রেনের ভাড়া নিয়ে প্রথমে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা ট্রেনে উঠবে সেই রাজ্যকে এই ভাড়া দিতে হবে বা যেই রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা যাবে তাদের ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে ভাড়া নেওয়া হবে না। এই সকল শ্রমজীবী মানুষদের জন্য কেন্দ্র সরকার ৩৭০০ ট্রেন চালিয়েছে। প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক নিজ গ্রামে ফিরে যেতে পেরেছে। প্রতিদিন ১ লক্ষ ৮৫ হাজার শ্রমিককে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে প্রাথমিকভাবে ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ত্রাণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে।শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ মহকরণের প্রেস কর্ণারে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের জানান, গত ২৬ শে মে থেকে ৪ জন পর্যন্ত সোনামুড়া, বিলোনীয়া ও টেপানীয়া এই তিনটি জায়গায় সহায়কমূল্যে ক'ষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ সোনামুড়ায় ১১৯ কুইন্টাল, বিলোনীয়ায় ৯১ কুইন্টাল এবং টেপানীয়ায় ৩৫০ কুইন্টাল ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাতে তিনদিনে ক'ষকদের হাতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা পৌঁছেছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

সাপ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য সিউড়িতে

সিউড়ি, ২৮ মে (হি. স.) : পটল খেতে সাপ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। পড়ুয়া চেষ্টায় প্রাণে বাঁচল সাপ। বীরভূমের সিউড়ী ১ নম্বর ব্লকের দুমুনি আদিবাসী গ্রামে বৃহস্পতিবার সকালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই গ্রামে বাসিন্দারা গ্রাম লাগে জমিতেই পটলের চাষ করেছেন।

এদিন সকালে পটল তোলার সময় চাষী সুবল হেমরম একটি সাপ দেখতে মান।সাপ দেখে মুহূর্তে গ্রাম জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অনেকেই সাপটি মারার জন্য এগিয়ে যায় কিন্তু গ্রামের বাসিন্দা স্কুল পড়ুয়া রাকেশ টুডু আপত্তি জানায়। তিনি সর্বপ্রথম সরপ বন্ধু দীনবন্ধু বিশ্বাসকে ফোন করেন। খবর পেয়ে দীনবন্ধু বাবু গিয়ে সেই সাপটিকে উদ্ধার করেন। এবং সাপটিকে নিজে হাতে ধরেন। তিনি জানান এই সাপটি হচ্ছে তুতুর সাপ। এর অপর নাম বোড়া চিতি। স্থানীয় দের দীনবন্ধু বাবু জানান এটি একটি নির্বিষ সাপ। সাপের কামড়ে মানুষ মরে না। এবং ক্ষতিও করেনা। গ্রামবাসীদের সচেতন করে সাপটিকে উদ্ধার করে। পরে বিকেলের দিকে বনদপ্তর এর সহায়তায় উপযুক্ত পরিবেশে সাপটিকে পুনর্বাসন দেয়া হয়। দীনবন্ধু বিশ্বাস জানান 'স্থানীয় ভাষায় এই সাপটির নাম তুঁতুর।নরম মাটিতে বেশি থাকে কোন ক্ষতি করে না। গ্রামের একজন সচেতন থাকায় এই সাপটি মানুষের হাত থেকে বেঁচে গেল। না হলে আজকে গ্রামবাসীকে পিটিয়ে মেরে দিত।'

পরিযায়ী শ্রমিকরা আসবেই, সাফ জানালেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৮ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। লকডাউনের জেরে বিভিন্ন প্রান্তে আটকে বহু পরিযায়ী শ্রমিক। আর এরই মাঝে "পরিযায়ী শ্রমিকরা আসবেই" বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সাফ জানিয়ে দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, "লোক নিয়ে আসা।পাঠানোর দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছে পরিযায়ী শ্রমিকদের আনবে না।তার জন্য সবথেকে অব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। হেল্প লাইনে কেউ ফোন ধরে না। সকারের কোনও সমন্বয় নেই। শ্রমিকদের আনতেই চায় না রাজ্য।আগামী ১ বছর ধরে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু তারজন্য সব বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। পরিযায়ী শ্রমিকরা আসবেই"।

ফিরলেন রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

খতিয়ে দেখেছি।

এদিন আগরতলা আইসিপি-তে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক গিয়েছিলেন। তাঁর সাথেও রিভা দাস গাঙ্গুলির দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সাংসদ ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরা সরকার বাংলাদেশে থেকে আগতদের প্রথমে থার্মাল স্ক্রিনিং করেছে। তার পর তাদের নমুনা সংগ্রহ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার নাগরিকদের রিপোর্ট নেগিটিভ আসলেও তাদের ৭ দিন একান্তবাসে রাখা হবে। করোনা মোকাবিলায় এবং জনসুরক্ষায় ত্রিপুরা সরকার কোনও আপস করবে না।

এদিন আগরতলা আইসিপি-তে স্বাস্থ্য কর্মীদের এক বিশাল টিম উপস্থিত ছিল। সাথে বিএসএফ-এর তরফেও বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের সময় জিরো লাইন থেকে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত নিয়ম মেনেই ত্রিপুরার নাগরিকরা রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এদিন বাড়ি ফেরার আনন্দে ত্রিপুরার নাগরিকরা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আজ আগরতলা আইসিপি দিয়ে বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক রাজ্যে ফিরেছেন। তাদের মধ্যে ৯৭ জনকে আগরতলায় পঞ্চায়েতিরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এ এবং ৯ জনকে সিপার্ডে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, তাদের সকলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এদিকে, অসমের করিমগঞ্জের সুতারকান্দি ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আজ ৭৮ জন ত্রিপুরার নাগরিক এসেছেন। করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আজ সুতারকান্দি এলসিএস দিয়ে অসমের ৬১ জন এবং মণিপুরের ১৭ জন বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন।

ডিজিপিকে

● প্রথম পাতার পর

নেতৃবৃন্দ জানান গত ১২এপ্রিল তারা শিক্ষা অধিকর্তার কাছে বিভিন্ন দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। লকডাউন চলাকালে তারা ডেপুটেশন প্রদান করায় তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর গ্রহণ করে পুলিশ। বর্তমানে চাকরিরত শিক্ষকরা চরম সমস্যার সম্মুখীন। এসব বিষয় বিবেচনা করে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে আনীত এফআইআর প্রত্যাহার করার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পশ্চিম জেলার জেলা পুলিশ সুপার বিষয়টি রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

চলন্ত

● প্রথম পাতার পর

তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় জনগণ রেল লাইনের ধারে নিতুর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে রানিরবাজার থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, অসাবধানতায় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে অন্য কারণও থাকতে পারে, পুলিশ তা উড়িয়ে দিচ্ছে না। হয়তো রেলে ঝাঁপ দিয়ে যুবক আত্মহত্যা করেছেন, পুলিশ তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

সিআইটিইউ'র

আটের পাতার পর

আলোচনা করার পর শ্রম আধিকারিক দাবি গুলির প্রতি সহমত পোষণ করেন এবং দাবি গুলি নিয়ে উধ্বতন কতৃপক্ষের সাথে তিনি কথা বলবেন বলে প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন।

পাকিস্তানের ভিএইচপি

আটের পাতার পর

ভালোই বোঝা যাচ্ছে, কারণ এই আইন ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘুদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অত্যাচারের বর্বরতা উন্মুক্ত করবে।

সংক্রমিত ৭,৯৪৭

আটের পাতার পর

স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ১৩১ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ১৩১ জনের মধ্যে ঝালাওয়ারে ৬৯ জন, জয়পুরে ৭ জন, ভরতপুরে ১২ জন, চুরুতে ৫ জন, দৌসায় ৪ জন, ঝুনঝুনুতে ৭ জন, কোটায় ৮ জন, নাগাউরে ৫ জন, পালিতে ১৩ জন এবং আজমের-এ একজন আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৯৪৭-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪,৫৬৬ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৩২০২ এবং ২৪ ঘন্টায় ৬ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৭৯ জনের।

অগাস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরছে অস্ট্রেলিয়ায়

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আগামী অগাস্টে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরছে অস্ট্রেলিয়ায়। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের গ্রীষ্ম মৌসুম।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বৃহস্পতিবার পুরুষ ও নারীদের ২০২০-২১ মৌসুমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেছে। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সাপেক্ষে সূচি পরিবর্তন হতে পারে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

দেশটিতে ক্রিকেট প্রত্যাবর্তনের শুরুতেই থাকছে জিম্বাবুয়ে সিরিজ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজটি শুরু হবে আগামী ৯ অগাস্ট। প্রথম দুই ম্যাচের ভেন্যু অবশ্য এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ম্যাচ দুটি ডারউইনে হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তৃতীয় ম্যাচ হবে টাউন্সভিলের রিভারওয়ে স্টেডিয়ামে।

এই মাঠে এখন পর্যন্ত দুটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি হয়েছে। তবে অস্ট্রেলিয়া খেলবে এই প্রথম। ২০১৫ বিশ্বকাপের বাইরে জিম্বাবুয়ে সবশেষ অস্ট্রেলিয়ায় খেলেছে ২০০৪ সালের ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে।অস্ট্রেলিয়ার পরের সিরিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, ৪ অক্টোবর টাউন্সভিলে শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ১১ অক্টোবর থেকে ভারতের বিপক্ষেও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা তাদের। এই দুই সিরিজ খেলার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে। বিশ্বকাপ পিছিয়ে গেলে ম্যাচগুলোও সরিয়ে নেওয়া হতে পারে।আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট শুরু হবে ২১ নভেম্বর, পার্থে। দিবা-রাত্রির ম্যাচ হবে এটি। টেস্ট পরিবারের নবীন সদস্য আফগানদের এটি হবে পঞ্চম টেস্ট, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম।ব্রিজবেন টেস্ট দিয়ে শুরু হবে ভারতের বিপক্ষে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির লড়াই। গ্যাবায় টেস্ট ম্যাচটি শুরু হবে ৩ ডিসেম্বর। অ্যাডিলেইডে দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে দিবা-রাত্রির।

মেলবোর্ন ও সিডনিতে হবে পরের দুই টেস্ট। আগামী বছরের ১২ জানুয়ারি পার্থে শুরু হবে দুই দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।

ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার মৌসুম শেষ হবে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে। ২৬ জানুয়ারি অ্যাডিলেইডে শুরু হবে দুই প্রতিবেশি দেশের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজ বিগ ব্যাশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে সে সময় বিগ ব্যাশে পাওয়া যাবে না অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ ক্রিকেটারদের।

ওয়ানডের পর দুই দল খেলবে একটি টি-টোয়েন্টি। সিডনিতে ম্যাচটি শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি।

অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের মৌসুম শুরু হবে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে, ২৭ সেপ্টেম্বর নর্থ সিডনি ওভালে হবে প্রথম ম্যাচ।

সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে। মৌসুমের কোনো একটা পর্যায়ে মাঠে দর্শক ঢোকার অনুমতি মিলতেও পারে বলে জানিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস।

রিলিজ ক্লজ মিটিয়ে পেতে হবে মার্তিনেসকে

লাউতারো মার্তিনেসকে পেতে বার্সেলোনাকে সরল পথ দেখিয়ে দিল ইন্টার মিলান। ইতালির দলটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর পিয়েরো অসিলিও জানিয়েছেন, মার্তিনেসের রিলিজ ক্লজ মিটিয়েই কেবল তাকে পেতে পারে বার্সেলোনা।

ইন্টার মিলানের সঙ্গে মার্তিনেসের চুক্তির মেয়াদ ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত, রিলিজ ক্লজ ১১ কোটি ১০ লাখ ইউরো। স্কাই ইতালিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অসিলিও জানান, বার্সেলোনার সামনে এখন কেবল একটাই পথ খোলা।

"লাউতারোর জন্য অনেক ক্লাব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী একটি ক্লাব, যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক। আমি লুকাবো না, ক্লাবটি হলো বার্সেলোনা।"

"এবং আমি জানি, বার্সেলোনা আমাদের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। লাউতারো মার্তিনেসকে বিক্রির কোনো ইচ্ছা ইন্টারের নেই। এরপরও তাকে পেতে হলে, আমি আবারও বলছি, রিলিজ ক্লজের পুরো অর্থ দিতে হবে।"

বার্সেলোনার আর্থিক অবস্থা আগে থেকেই খারাপ। দা সানের গত বছরের জুনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েক মৌসুমে অনেক খেলোয়াড় কেনায় এবং তাদের বেতন-ভাতা ও ক্লাবের আনুষঙ্গিক খরচ চালাতে গিয়ে ৯১ কোটি ইউরোর বেশি ঋণী হয়ে পড়েছে ক্লাবটি।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে তা হয়েছে আরও নাজুক। মার্তিনেসকে কেনার অর্থ যোগাড় করা কঠিন হতে পারে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের জন্য।

২০১৮ সালে আর্জেন্টিনার রেসিং ক্লাব থেকে ইন্টার মিলানে যোগ দেওয়ার পর ৬৬ ম্যাচে ২৫ গোল করেছেন মার্তিনেস। এর মধ্যে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে চলতি মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে তরুণ এই স্ট্রাইকার ৩১ ম্যাচে করেন ১৬ গোল।

ইংলিশ ঘরোয়া ক্রিকেটে স্থগিতাদেশ বাড়ল

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে স্থগিতাদেশ বেড়েছে। আগামী ১ অগাস্ট পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ইসিবি বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানায়, এই গ্রীষ্মের শেষ দিকে ছেলে ও মেয়েদের ঘরোয়া ক্রিকেট আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী তারা।এই নিয়ে তৃতীয় দফায় স্থগিতাদেশ বাড়ল। প্রথমবার ২৮ মে পর্যন্ত, এরপর ১ জুলাই পর্যন্ত খেলা স্থগিত করা হয়। মৌসুম শুরু হওয়ার কথা ছিল গত ১২ এপ্রিল। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে একশ বলের টুর্নামেন্ট 'দা হানড্রেড' এরই মধ্যে পিছিয়ে গেছে ২০২১ সালে। আর্থিক ক্ষতি কমাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট মাঠে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে ইসিবি।কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের পুরুষ দলের ক্রিকেটাররা স্বাস্থ্যবিধি মেনে একক পর্যায়ে অনুশীলন শুরু করেছেন। আগামী ৪ জুলাই থেকে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী ইংল্যান্ড। সিরিজ শুরুর আগে সফরকারী দলকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।

রিয়াল এগিয়ে থাকলে লিগ শেষ হয়ে যেত

অদ্ভূত এক অভিযোগ তুলেছেন বার্সেলোনার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান গাসপার্তে। দুই মাসের বেশি সময় ধরে স্থগিত থাকা লা লিগায় শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। কঠিন পরিস্থিতিতেও চলছে লিগ শুরুর প্রস্তুতি। তবে রিয়াল মাদ্রিদ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকলে নাকি এই মৌসুমে লিগ আর শুরু হতো না, দাবি গাসপার্তের।

আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে লা লিগা মাঠে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে। রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে বার্সেলোনা। এখনও ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের জন্য মার্চে স্থগিত করা হয় লিগ। ২০০০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বার্সেলোনার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করা গাসপার্ত তারতুলিয়াকে বলেন, লিগ বন্ধ হওয়ার সময়

কোপা আমেরিকা পেছানোয় হতাশ মেসি

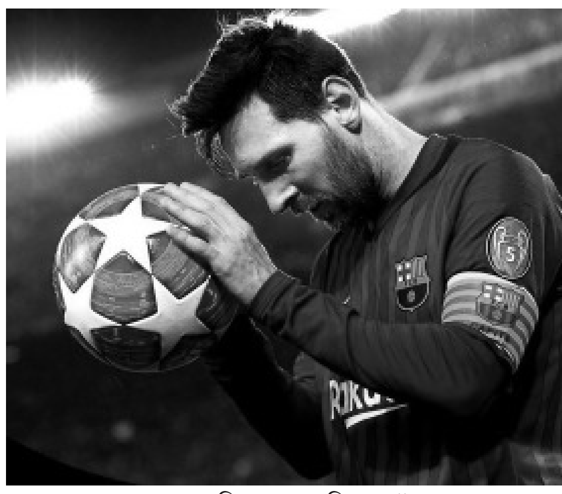

এ বছরের কোপা আমেরিকা নিয়ে দারুণ রোমাঞ্চিত ছিলেন লিওনেল মেসি। করোনাভাইরাসের কারণে টুর্নামেন্টটি পিছিয়ে যাওয়ায় তাই তিনি ভীষণ হতাশ। তবে বাস্তবতাও ভালোমতো বুঝতে পারছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক।

অ্যাডিডাসের জন্য নিজের লেখা কলামে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন মেসি। সেখানেই জানান কোপা পিছিয়ে যাওয়ার হতাশার কথা।

"কোপা আমেরিকা পিছিয়ে দেওয়াটা ছিল প্রচণ্ড হতাশার, তবে এটাই সবচেয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।"

"এ বছরের কোপা আমার জন্য বড় একটা ইভেন্ট হতো। টুর্নামেন্টটি আবারও খেলতে উদগ্রীব ছিলাম। টুর্নামেন্টটি পিছিয়ে দেওয়ার খবর আমার জন্য খুব কঠিন ছিল। তবে জরুরি পরিস্থিতিটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।"

বার্সেলোনার হয়ে অনেক সাফল্য পেলেও জাতীয় দলের হয়ে কিছুই জেতা হয়নি মেসির। তিনবার কোপা আমেরিকার ফাইনালে ও একবার বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেও জিততে পারেননি শিরোপা।

৭০ কোটি ইউরো ক্ষতির মুখে সেরি আ

করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাবে বড় ক্ষতির মুখে ইতালির ফুটবল। স্থগিত থাকা সেরি আ চলতি মৌসুমে পুনরায় শুরু করতে না পারলে ৭০ কোটি ইউরোরও বেশি ক্ষতি হতে পারে বলে জানিয়েছেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের (এফআইজিসি) সভাপতি গাব্রিয়েলে গ্রাভিনা।

করোনাভাইরাসের জন্য গত মার্চ মাস থেকে স্থগিত হয়ে আছে সেরি আ। একারণে এরই মধ্যে ৫০ কোটিরও বেশি ইউরো ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন গ্রাভিনা।

আগামী ১৩ জুন থেকে সেরি আ শুরুর ব্যাপারে ইতালির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছে এফআইজিসি। এর আগে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে রিপার্তা ইতালিয়ার সঙ্গে কথা বলেন সংস্থাটির সভাপতি।

পেশাদার ফুটবল মাঠে ফেরাতে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা নিয়ে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করার কথা জানান তিনি।"শুধুমাত্র মাঠে খেলা ফিরিয়ে আমরা রাজস্ব হারানো এড়াতে পারি। নইলে ক্ষতির অঙ্ক ৭০ কোটি ইউরো ছাড়িয়ে যেতে পারে। কোভিড-১৯ মহামারীর লকডাউনের কারণে এরই মধ্যে ৫০ কোটি ইউরোর বেশি ক্ষতি হয়েছে।"

করোনাভাইরাস: ইপিএলে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়ল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আরও তিন ক্লাবের চার জনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে।

সোমবার ও মঙ্গলবার মোট এক হাজার ৮ জন ফুটবলার ও ক্লাব স্টাফের করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছিল। বুধবার লিগ কর্তৃপক্ষের দেওয়া বিবৃতিতে অবশ্য আক্রান্তদের পরিচয় জানানো হয়নি। বলা হয়েছে, তারা সাত দিন সেলফ আইসোলেশনে থাকবেন।

ছোট ছোট গ্রুপ ভাগ হয়ে খেলোয়াড়রা অনুশীলনে ফেরার পর থেকে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে মোট ১২ জন কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের খবর মিলল।

গত ১৩ মার্চ থেকে স্থগিত রয়েছে প্রিমিয়ার লিগ।

ইপিএল 'ফিরছে ১৭ জুন'

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মাঠে ফেরানোর জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এবার সম্ভাব্য একটা তারিখও জানা গেল। এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি বটে; তবে আগামী ১৭ জুন প্রতিযোগিতাটি ফিরতে পারে বলে জানিয়েছে বিবিসি।

বিবিসির বৃহস্পতিবারের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, লিগ ফেরার দিনে মুখোমুখি হবে অ্যাস্টন ভিলা ও শেফিল্ড ইউনাইটেড এবং ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল। ২৯তম রাউন্ডের এই দুটি ম্যাচই বাকি রয়েছে।

আসরে এখনও বাকি আছে মোট ৯২ ম্যাচ। ১৯ থেকে ২১ জুনের মধ্যে বাকি মৌসুমের পুরো সূচি দেওয়া হবে। সব ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে।

করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৩ মার্চ থেকে স্থগিত আছে প্রিমিয়ার লিগ। মৌসুম পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে গত সপ্তাহ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ছোট ছোট গ্রুপে অনুশীলন শুরু করেছে দলগুলো।

বুধবার থেকে পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বড় গ্রুপে অনুশীলন করার ব্যাপারে একমতে পৌঁছায় ক্লাবগুলো। পরবর্তী ধাপে দলগুলো পুরোদমে অনুশীলন শুরু করবে।

লিগ মাঠে ফেরার সম্ভাবনার খবরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে লিভারপুলের ৩০ বছরের লিগ শিরোপা খরার কাটানোর স্বপ্ন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ২৫ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে আছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

No. 1306 /F.059/TSR-3/Sty./Tender/2020-21
Dated. the 25May 2020.

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of 3 ripura, the Commandant 3rd Bn TSR had invited sealed Tender for supply of Stationery Items during the year 2020-2 vide this office No. 3165/F.059/TSR-3/Sty./Tender/2020-21 Dated. the 21" April 2020 (extension) and tender notice published. Due to lockdown of the state, the purchasing of tender form is extended upto 22.06.2020. the tender will be received up.to 1630 on 23.06.2020 and will be opened on 24.06.2020 at 1000 hrs. the Other trems and condition of the earlier notice will remain unchanged.

The interested bu)ers may contact at Mobile Number 8787648265 (Quarter Master)/ 7005757330 (Stationery section) for any kind information. *Further, any subsequent corrigendum will be published in the News Paper.

ICA/C-395/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Arun Kumar)
Comandant
3rd Bn Tripura State Rifles.

Ref No-F.9(82)/RUSA/MBBC/2020/1285
Dated, the 27th May 26,2020
Tender ID- 2020-MBB-8443-1

CORRIGENDUM- CANCELLATION OF TENDER

Name of work: Supply of Scientific Equipment
Tender ID: 2020-MBB-8443-1

It may be noted by interested Bidder(s) that the Tender Ref. No. No.F.9(82)/RUSA/MBBC/2019/1091, dated 12th February 2020 for Supply of Scientific Equipment stands CANCELLED and TERMINATED. This Corrigendum becomes an integral part of the No.F.9(82)/RUSA/MBBC/2019/1091, Dated, Agartala,12th February, 2020.

Principal MBB College Agartala
ICA/C-388/2020-21
Principal, M.B.B. College, Agartala, Tripura (W).

NOTICE INVITING SHORT TENDER

Sealed tenders in plain paper are hereby invited from the bonafide Indian Citizen/ Manufacturer /Distributors/ Authorized Dealers/Agents or Registered Govt. Order Suppliers in respect to supply of "Poly bag of size 30cm x 55cm" during 2020-21 under Dharmanagar Forest Sub-Division. Tenders should be received by the office of the undersigned up to 3.00 pm of 3"I June'2020 through Speed Post/Registered Post/ Registered Courier Service only. Tender will be opened on the same day at 4.00 pm if otherwise not engaged by the undersigned with urgent official works. If so, opening time and date will be intimated to the tenderer well in ahead. By hand dropping or submission will not be entertained. Tender reached to the office of the undersigned after 3.00 pm of 3rd June'2020 by any stipulated way will not be entertained at any circumstances. Tenderer or their authorized person may also remain present during the time of opening the tender. For further queries, interested tenderer may come into the office of the undersigned during office hours of any working days.

The undersigned have the right to accept and reject or terminate all the tenders including lowest one also without causing any reason.at any circumstances.

Sd/- (P. Bhowmik, IFS)
ICA/C-382/2020-21
Sub-Divisional Forest Officer
Dharmanagar

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 01 /EE/DWS/DMN/2020-21 The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 06-06-2020 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 01/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,29,808.00	Rs. 19,298.00	120 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 02/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,29,808.00	Rs. 19,298.00	120 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 03/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,08,169.00	Rs. 19,082.00	120 days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 04/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 22,01,235.00	Rs. 22,012.00	120 days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 05/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,29,808.00	Rs. 19,298.00	120 days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 06/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 22,01,235.00	Rs. 22,012.00	120 days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 07/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,08,169.00	Rs. 19,082.00	120 days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 08/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,08,169.00	Rs. 19,082.00	120 days	Appropriate Class
9	DNIe-T No: 09/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 22,01,235.00	Rs. 22,012.00	120 days	Appropriate Class
10	DNIe-T No: 10/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,08,169.00	Rs. 19,082.00	120 days	Appropriate Class
11	DNIe-T No: 11/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 22,01,235.00	Rs. 22,012.00	120 days	Appropriate Class
12	DNIe-T No: 12/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 22,01,235.00	Rs. 22,012.00	120 days	Appropriate Class
13	DNIe-T No: 13/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,08,169.00	Rs. 19,082.00	120 days	Appropriate Class
14	DNIe-T No: 14/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 19,29,808.00	Rs. 19,298.00	120 days	Appropriate Class
15	DNIe-T No: 15/EE/DWS/DMN/2020-21	Rs. 22,01,235.00	Rs. 22,012.00	120 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding 06-06-2020 up to 15.00 Hrs Date and Time for Opening of BID : 06-06-2020 at 16.00 Hrs Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in Bid Fee r1,000.00 each, (non refundable) All details are available in the https://tripuratenders.govin

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-380/2020-21

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar, North Tripura.

বৃহস্পতিবার তেপানিয়ার চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় অনুষ্ঠানে সূচনা করেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ঃ সরকারি নির্দেশ মেনে চলতে মৎস্য মন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকাগুলি সঠিকভাবে মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন রাজস্ব এবং মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী এন সি দেববর্মা। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলা করার লক্ষ্যে মহকুমা, ব্লক, নগর প'ায়েত, পুর পরিষদ, গ্রাম প'ায়েত এবং ভিলেজ কমিটিগুলিতে কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হবে। আজ সিপাহীজলা জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত জেলাভিত্তিক করোনা মনিটরিং অ্যাণ্ড এওয়ারনেস কমিটির সভায় তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে যারা রয়েছেন, তাদের সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়াও তিনি করোনা পজিটিভ রোগীদের সঙ্গে যাতে অমানবিক ব্যবহার না করা হয় সেজন্য আরক্ষা প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানান। বৈঠকে রাজস্ব মন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, পুলিশ সুপার ক'ষেন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ। সিপাহীজলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া জানান, জেলায় এ পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ১২১৪ জন। তাছাড়াও ১৯৬৮ জনের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টান পর্ব শেষ হয়েছে। জেলাতে ৫টি স্থানে কোয়ারেন্টাইন সহায়ক কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

শান্তিরবাজার ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এসডিএম অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। চার দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদানকালে নেতৃত্বে ছিলেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। প্রতিনিধিদল মহাকুমা শাসকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে দাবি গুলি দ্রুত বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শান্তিরবাজার আইটিআই কলেজের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, শ্রমিকদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসককে জানানো হয় আইটিআই কলেজের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের কাজ বাম আমল থেকেই বন্ধ ছিল, ক্ষমতা পরিবর্তনের পরও কাজ শুরু করা হয়নি। নির্মীয়মান কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার অনুরোধ জানিয়েছেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। মহকুমা শাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে
বিলোনীয়া প্রেসক্লাবে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ সাংবাদিকদের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ মে।। বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সমস্ত সাংবাদিকদের মধ্যে সেনিটাইজার, মাস্ক ইত্যাদি বিলি করা হয়। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন দক্ষিণ জেলা এবং বিলোনিয়া মহাকুমা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন বিলোনিয়া মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, দক্ষিণ জেলা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি সজল বৈদ্য, সম্পাদক স্বপন দাস, বিলোনিয়া মহাকুমা কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা নিহার রঞ্জন সাহা, সভাপতি সমির কান্তি দেবনাথ, সম্পাদক উৎপল বৈদ্য, বিলোনিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

এদিন স্থানীয় সমস্ত সাংবাদিকদের ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাস্ক এবং সেনিটাইজার তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথীরা। বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানের অতিথীরা এই উদ্যোগকে ভূয়সী প্রশংসা করে আলোচনা রাখেন। পাশাপাশি এই দিন অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস আলোচনা রাখতে গিয়ে, করুনা পরিস্থিতিতে সাংবাদিকরা যেভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে জনগণের সামনে তুলে ধরছেন এবং করুনা পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ভূমিকা নিচ্ছেন এ বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের অবদানের কথা তুলে ধরে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন সাংবাদিকরাই হলো সমাজের দর্পণ।

বিলোনীয়ায় শ্রম আধিকারীককে ডেপুটেশন সিআইটিইউ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ মে।। শ্রমিক দের স্বার্থ সম্পর্কিত নয় দফা দাবিতে দক্ষিণ জেলা শ্রম দপ্তরের নিকট ডেপুটেশান প্রদান করলো সিআইটিইউ নেতৃত্বরা। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সংশোধীত শ্রম আইন বাতিল ,রেগার মজুরি ৩৪০ টাকা ও ২০০ দিনের কাজের দাবি সহ মোট নয় দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রম দপ্তরের আধিকারিকের নিকট এক প্রতিনিধি মুলক ডেপুটেশান প্রদান করে। শ্রমিক নেতা আশিস দত্ত, বিজয় তিলক , সুভাষ বৈদ্য , শিবু মুহুরী এই চার জনের প্রতিনিধি দলটি জেলার শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে গিয়ে শ্রম আধিকারিকের নিকট সাক্ষাৎ করে নয় দফার দাবির সনদ তুলে দেন। দীর্ঘক্ষণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। বিশালগড় এর সুবল চৌমুহনীতে একটি ইকো এবং বাইকের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত মহিলার নাম গীতা দেবনাথ। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ছুটে এসে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইকো গাড়ি চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ইকো গাড়ি এবং বাইক উদ্ধার করা হয়েছে।

সড়কের বেহাল অবস্থা, যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ল উদয়পুর-অমরপুর রুটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। প্রবল বর্ষণে উদয়পুর অমরপুর সড়কের মাতাঙ্গী বাড়িতে মূল সড়ক ভেঙ্গে পড়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এক ফলে উদয়পুর অমরপুর সড়কে মাত্রাঙ্গী বাড়ির রাস্তার দু'পাশে বহু সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়েছে। যানবাহন আটকে পড়ায় যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার করে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করার জন্য যানবাহনের চালক এবং যাত্রীসাধারণ জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৬,৫৬৬ জন, ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৪,৫৩১ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): প্রতি দিনই ভারতে নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে হু হু করে বাড়ছে করোনা-সংক্রমিতের সংখ্যা। বেড়েই চলেছে মৃত্যুও। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৩১ এবং সংক্রমিত ১,৫৮,৩৩৩ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৭,৬৯২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৫৬৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৯৪ জনের।

বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৫৮, ৩৩৩ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৮৬,১১০)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৫৩১। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৭৬,৬৯২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৪,৫৩১ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ১৫ জনের, চন্ডীগড়ে ৪ জন, দিল্লিতে ৩০৩ জনের, গুজরাটে ৯৩৮ জনের, হরিয়ানায় ১৮ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ২৬ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪ জনের, কর্ণাটকে ৪৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩১৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১,৮৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৭ জনের, পঞ্জাবে ৪০ জন, রাজস্থানে ১৭৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৩৩ জন, তেলেঙ্গানায় ৬৩ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪ জন, উত্তর প্রদেশে ১৮২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৮৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের করোনা-পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। মহারাষ্ট্রে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬,৯৪৮, দিল্লিতে ১৫,২৫৭, তামিলনাড়ুতে ১৮,৫৪৫, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১৭১ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে দু"জন, অসমে ৭৮১ জন, বিহারে ৩০৬১ জন, চন্ডীগড়ে ২৭৯ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬৯ জন, দাদর নগর হাভেলিতে দু"জন, গোয়ায় ৬৮ জন (সুস্থ ৩৭ জন), গুজরাটে ১৫,১৯৫ জন, হরিয়ানায় ১৩৮১ জন, হিমাচল প্রদেশে ২৭৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১৯২১ জন, ঝাড়খণ্ডে ৪৪৮ জন, কেরলে ১০০৪, কর্ণাটকে সংক্রমিত ২৪১৮ জন, লাদাখে ৫৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭২৬১ জন, মণিপুরে ৪৪ জন (৪ জন সুস্থ), মেঘালয় ২০ জন, মিজোরামে একজন, নাগাল্যান্ডে ৪ জন, ওড়িশায় ১৫৯৩ জন, পুদুচেরিতে ৪৬ জন, পঞ্জাবে ২১৩৯ জন, রাজস্থানে ৭৭০৩ জন, সিকিম একজন, তেলেঙ্গানায় ২০৯৮ জন, ত্রিপুরায় ২৩০ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৬৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৬৯৯১ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৩৩২ জন।

আমেরিকায় ১ লক্ষ ছাড়াল করোনায় মৃত্যু, সংক্রমিত ১.৬৯ মিলিয়নের বেশি

ওয়াশিংটন, ২৮ মে (হি.স.) দ্রুত গতিতে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা। মার্কিন মুলুকেই মারণ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১.৬৯ মিলিয়নের বেশি মানুষ। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে আমেরিকায় ১ লক্ষ ছাড়িয়েছে (মৃত্যুর সংখ্যা ১০০,০৪৭) মৃত্যু। সংক্রমিত হয়েছেন ১.৬৯ মিলিয়নের বেশি মানুষ। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সর্বাধিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা আমেরিকাতেই।

গোটা বিশ্বে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫৫,৫৭৫ জনের। পৃথিবীব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ৫.৬৮ মিলিয়নের বেশি। স্বস্তির বিষয় হল-বিশ্ব জুড়ে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২.৪ মিলিয়ন রোগী।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,০৮৬ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ২৫ হাজার

ব্রাসিলিয়া, ২৮ মে (হি.স.): ব্রাজিলের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি উদ্বেগ ক্রমশই বাড়াচ্ছে। বাড়তে বাড়তে বৃহস্পতিবার ল্যাটিন আমেরিকার দেশ, ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় , (বুধবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১, ০৮৬ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২০, ৫৯৯ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১১ হাজার ৮২১।

দিল্লিতে আবাসিক বহুতল আগুন-আতঙ্ক, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড দিল্লিতে। এবার আগুন লাগল পূর্ব দিল্লির আনন্দ বিহার এলাকায় অবস্থিত একটি আবাসিক বহুতলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বহুতলে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। দমকল সূত্রের খবর, বহুতলের দোতলায় এবং একেবারে উপরের তলায় অস্থায়ী কাঠামোতে আগুন লাগে। দমকল কর্মীদের প্রায় এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় দুপুর ১.২৫ মিনিটের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৬ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ১৭৯ জনের, সংক্রমিত ৭,৯৪৭

জয়পুর, ২৮ মে (হি.স.): রাজস্থানে এক ধাক্কায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১৩১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৪ জন। নতুন করে ১৩১ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,৯৪৭। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান

ছয়ের পাতায় দেখুন

অসমে আরও নয়া ২৫টি করোনা পজিটিভ, সংখ্যা বেড়ে ৮৫৬

গুয়াহাটি, ২৮ মে (হি.স.) : অসমে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের গ্রাফ দুরন্ত গতিতে ঊর্ধগামী হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বেলা ২.৫০ মিনিটে ৩৩ জনের দেহে কোভিড ১৯ পজিটিভ পাওয়ার পর সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে তৃতীয়বার টুইট করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও নতুন ২৫ জনের শরীরে করোনার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন। এঁদের নিয়ে অসমে এখন পর্যন্ত সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৫৬। টুইটে মন্ত্রী লিখেছেন, এখন পর্যন্ত ৮৫৬ জনের মধ্যে ইতিমধ্যে ৮৭ রোগী আরোগ্য লাভ করায় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে তাঁদের ছুটি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন রোগী ৭৬২ জন।

৬.২০ মিনিটে দিনের তৃতীয় টুইটে ২৫ জন আক্রান্তের মধ্যে কামরূপ মেট্রো জেলার ১৩, কাছাড়ের ৪, ধেমাজির ৩, বরপেটার ৩ এবং কোকরাঝাড় জেলার ২ জন। এর আগে বেলা ২.৫০ মিনিটে দ্বিতীয় টুইটে যাঁদের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছিল তাঁদের মধ্যে ১০ জন নগাঁও, ৪ জন কামরূপ মেট্রো, ৭ জন কাছাড়, ১ জন হোজাই, ১ ডিমা হাসাও, ২ জন করিমগঞ্জ এবং ২ জন হাইলাকান্দি জেলার। ২ জন কোথাকার তখন শনাক্ত করা যায়নি বলে জানিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এর আগে আজ সকাল ১০.৫০ মিনিটে প্রথম টুইট করে নতুন ১৫ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। সকালে যাঁদের শনাক্ত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ১১ জন কামরূপ মেট্রো, ৩ জন ডিব্রুগড় এবং একজন লখিমপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল ২৭ মে রাত পর্যন্ত ১০১ জনের সোয়াব টেস্টের ফলাফলে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল।

এভাবে ২৬ মে ১৩৪, ২৫ মে ১৫৬, ২৪ মে ৩২, ২৩ মে ৮৭, ২২ মে ২২ জনকে করোনায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। আজ এখন পর্যন্ত ৬১ জনের নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ ধরা পড়েছে। গত ১৩ মের পর থেকে আক্রান্তদের মধ্যে ৯৯.০২ শতাংশই বহিঃ রাজ্য থেকে আগত বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, আজ একদিনে গুয়াহাটি তথা কামরূপ মেট্রোর ২৮ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খবরে মহানগর ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বরাক উপত্যকার তিন জেলায়ও আজ একদিনে ১৫ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের হামলার খবর প্রকাশ হওয়ার পর জনগণ আতঙ্কে জড়োসড়ো বলে খবর পাওয়া গেছে।

লকডাউনের মধ্যেও জামাই ষষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ মে।। হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম পার্বণ হলো জামাইষষ্ঠী। জামাই ষষ্ঠী মানেই মিষ্টি মধুর অনুষ্ঠান। বছরে একবার জামাই বাবাজি শ্বশুরবাড়িতে ভুড়িভোজের জন্য জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। মা এবং শাশুড়ি মা ষষ্ঠী পুজো করে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে থাকেন।

দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু বাঙালি সমাজে এই রীতি নীতি প্রচলিত হয়ে আসছে। এটি একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হিন্দু বাঙালি সমাজে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার পর নাতি-নাতনি জন্মলাভ না করা পর্যন্ত শ্বশুর-শাশুড়ি মেয়ের বাড়িতে যান না। বছরে অন্তত একবার যাতে মেয়ে এবং জামাই বাবাজিকে কাছে পেতে পারেন সেজন্যই ষষ্ঠী পূজার প্রচলন হয়েছিল।

যদিও যোগের বিবর্তনের ফলে সেই ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে, তদুপরি জামাই ষষ্ঠীর দিনে জামাই বাবাজিকে আমন্ত্রণ এবং পেটপুরে খাওয়ানোর প্রচলন কিন্তু রয়ে গেছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সাধ্যমত উভয় তরফেই জামাকাপড় প্রদানের বিষয়টিও। জামাইষষ্ঠী শুধুমাত্র জামাইদের জন্যই নয়, প্রত্যেক মা তার সন্তানের সুখ সমৃদ্ধি কামনায় ষষ্ঠী উৎসব পালন করে থাকেন।

এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন চলতে থাকায় জামাইষষ্ঠীর বাজারে খানিকটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ এবং মিষ্টিসহ ফল-এর জোগান থাকলেও ক্রেতাদের তেমন ভিড় বাজারে পরিলক্ষিত হয়নি।

ইলিশ, চিংড়ি, পাবদা, কাতলা, রুই সহ যাবতীয় মাছের যোগান পরিলক্ষিত হয়েছে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজারে। ব্যবসায়ীরা জানান, মানুষের হাতে টাকা পয়সার তেমন যোগান নেই। সে কারণেই তেমন বেচাকেনা হচ্ছে না।

সবমিলিয়ে এবছর জামাইষষ্ঠীর বাজারে তেমন ভিড় পরিলক্ষিত হয়নি। এবছর অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে জামাইষষ্ঠী।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ইকেওয়াইসি নিয়ে এক বৈঠকে যোগদান করেন। ছবি- পিআইবি।

বাঁকুড়ায় বাজ পড়ে বিকল সার্ভার রোটার, বিপাকে গ্রাহকেরা

বাঁকুড়া, ২৮ মে (হি. স.) : বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া সাব- পোস্ট অফিস সহ জেলার কয়েকটি সাব পোস্ট অফিসে সার্ভার রোটারে বাজ পড়ে সমস্ত নেট সংযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সব ডাকঘরের সমস্ত পরিষেবাও অচল হয়ে পড়েছে। পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন গ্রাহকেরা। সব থেকে সমস্যায় রয়েছেন প্রবীণ নাগরিকরা। তারা এমআইএস"র টাকা তুলতে পারছেন না। ফলে যাদের এই এমআইএস" র উপর নির্ভর করে সংসার চালাতে হয় তারা পড়েছেন অথৈ জলে। এই সমস্যা সমাধানে ডাকঘর কর্তৃপক্ষ এখনও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে গ্রাহকদের মধ্যে। এই নিয়ে রাজ্য চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেলের কাছে চিঠি দিয়েছে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের লেবার সেল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হয়নি। জানা গেছে গত ৩ মে কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে মুহুর্মুহু বাজ পড়ে। ওই সময় একটি বাজ মালিয়াড়া ডাকঘরের ওই রোটারের উপরে পড়লে সেটি অচল হয়ে যায়। দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত মালিয়াড়ার প্রবীণ নাগরিক হারাধন দত্ত বলেন বেশি হাঁটাচলা করতে পারিনা। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর এমআইএস"র টাকার উপরেই আমার সংসার চলে। কোনো পেনশন পাই না। যতটুকু সঞ্চয় ছিল তা এই ডাকঘরেই এমআইএস করা আছে। আমার মত প্রায় তিন চারশো প্রবীণ নাগরিক সকলেরই এই এমাই এসএর অর্থে সংসার চলে।

হারাধন বাবু বলেন, লকডাউনের সব ক্ষেত্রেই অসুবিধা হচ্ছে ঠিক কথা কিন্তু এইসব জরুরী পরিষেবা দিতে সরকার তো বদ্ধপরিকর। তাহলে কেন হচ্ছে না ? । তিনি বলেন, শুধু প্রবীণ নাগরিকরাই নন এই ডাকঘরের প্রায় ৯ হাজার গ্রাহকরাই নানান অসুবিধায় রয়েছেন। কারো ফিক্স ডিপোজিট, কারো এনএসসি বা ইন্দিরা বিকাশ পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তারা প্রয়োজনে টাকা পাচ্ছেন না। তবে এখানের ডাককর্মী বা পোস্টমাস্টারকেও দোষ দিচ্ছিনা। উনারা যথাসাধ্য করছেন, নিয়মিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করছেন। কিন্তু ফল হচ্ছেনা। মালিয়াড়া ডাকঘরের পোস্টমাস্টার সুরজিৎ দে বলেন, রোটারটি ডাকঘরের নিজস্ব। বাজপড়ে অচল হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে সরঞ্জাম আসলে তবেই পরিষেবা সচল হবে। কিন্তু লকডাউনের কারণে কলকাতা থেকে কেউ আসতে চাইছেন না। , জেলায় এরকম বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর ও সাবড়াকোন এই ৩ টি ডাকঘরের উপরে বাজ পড়ে রোটার বিকল হয়ে গেছেবলে জানা গেছে।তিনি জানান, আমরা প্রবীণ নাগরিকদের টাকা বড়জোড়া পোস্ট অফিস থেকে এনে তাদের হাতে দেওয়ার চেষ্টা করছি। বাকি জরুরি কাজও বড়জোড়া থেকে করার চেষ্টা করছি। তবে তাতে ৫ থেকে ৭ দিন সময় লেগে যাচ্ছে

ভারতের ব্যাপারে বলার নৈতিক অধিকার নেই পাকিস্তানের ভিএইচপি

নয়াদিল্লি, ২৮ মে (হি.স.): প্রতিবেশী দেশের উদ্দেশে কাঁদা ছোড়ার আগে, পাকিস্তানের উচিত সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর মুসলিম কট্টরপন্থী এবং সরকারের দ্বারা উপর্যুপরি নির্যাতন বন্ধ করা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এমনই মন্তব্য করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। বৃহস্পতিবার ভিএইচপি-র সাধারণ সম্পাদজ মিলিন্দ পরাণ্ডে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানিয়েছেন, যে দেশ ইসলামিক সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্যান্য দেশে পাঠাচ্ছে, বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করার পাপ যাদের মাথায় রয়েছে, তারা ভারতের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক অস্থিরতা তৈরির যে অভিযোগ আনছে তা অত্যন্ত হাস্যকর।

মিলিন্দ পরাণ্ডে আরও জানিয়েছেন, পাকিস্তানে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্মীয় রূপান্তর, অমানবিক অত্যাচারের ঘটনা সবারই জানা। এই ধরনের মানুষকে ভারতের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে বলার কোনও নৈতিক অধিকার নেই।....আমাদের দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে পাকিস্তান কেন এতটা চিন্তিত তা

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।